Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার স্বর্না

রোলঃ 23090121610

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার স্বর্না

রোলঃ 23090121610

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার স্বর্না, আইডিঃ 23090121610 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যদা? পশ্চিমা প্রপাগান্ডার জবাব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

ফারজানা আক্তার স্বর্না

আইডিঃ 23090121610

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ -ভূমিকা 5

অধ্যায় ২ - গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য 7

অধ্যায় ৩ - ইসলামে পর্দার ধারণা ও উদ্দেশ্য 9

অধ্যায় ৪ - কুরআন ও হাদীস এর আলোকে পর্দা 14

অধ্যায় ৫ - মাহরাম ও গায়র-মাহরাম 33

অধ্যায় ৬ - পর্দা ও নারীর মর্যাদা 38

অধ্যায় ৭ - পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা 41

অধ্যায় ৮ - বিশ্লেষণ এবং আলোচনা পশ্চিমা ভুল উপস্থাপনা এবং ইসলামী বাস্তবতা.....48

অধ্যায় ৯ - পর্দা ও নারীর স্বাধীনতা.....53

অধ্যায় ১০ - ইসলামের পর্দা-বিধান ও আমাদের অসতর্কতা.....60

অধ্যায় ১১ - পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ! 67

অধ্যায় ১২ - উপসংহার.....71

অধ্যায় ১ -ভূমিকা

বিশ্বায়নের এ যুগে "পর্দা" বা "হিজাব" শব্দটি এক গভীর বিতর্কের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ইসলামি সমাজে পর্দা যেখানে নারীর মর্যাদা, শালীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক, সেখানে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি প্রায়ই "নারীর দমন", "স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা" বা "মধ্যযুগীয় প্রতীক" হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ধর্মীয় পার্থক্যের ফল নয়, বরং এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফলাফল, যেখানে পশ্চিমা সভ্যতা নিজের মূল্যবোধকে সার্বজনীন মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে মুসলিম নারীর পোশাক, বিশেষ করে পর্দা, এক বৈশ্বিক বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা কোনো শৃঙ্খল নয়; বরং এটি এক নৈতিক বিধান যা সমাজে শালীনতা, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলো যেন তারা নিজেদের উপর চাদর টেনে দেয়; এতে তাদের চিনে ফেলা যাবে এবং তারা অপমানিত হবে না।" ***(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)***

এই আয়াত নির্দেশ করে যে পর্দার মূল উদ্দেশ্য নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষা করা, তাকে দমন করা নয়। ইসলাম নারীকে শিক্ষা, কর্ম ও সামাজিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছে, তবে সেই সঙ্গে তাকে সমাজের নৈতিক সীমা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। তাই পর্দা ইসলামী সংস্কৃতিতে আত্মসম্মান, পরিচয় ও ঈমানের প্রকাশ।

অন্যদিকে, পশ্চিমা সমাজে "স্বাধীনতা" প্রায়ই শরীরের উন্মুক্ততা ও ব্যক্তিগত পছন্দের সীমাহীনতার সঙ্গে যুক্ত। সেখানে নারীর পোশাক যত কম, তাকে তত আধুনিক বা মুক্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ধারণা গভীরভাবে বাণিজ্যিক ও ভোগবাদী মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত। বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নারীর শরীর ব্যবহৃত হচ্ছে বিক্রির হাতিয়ার হিসেবে, অথচ সেটাকেই "নারীর স্বাধীনতা" বলা হচ্ছে। এই দ্বিচারিতা পর্দাকে দমন হিসেবে উপস্থাপন করার অন্যতম ভিত্তি। পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা মূলত ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রতি পূর্বধারণা ও ইসলামভীতির ফল।

তবে আজকের বাস্তবতায় দেখা যায়, পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার বাইরে বহু শিক্ষিত মুসলিম নারী ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক, রাজনীতিক পর্দাকে তাদের পরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের জন্য পর্দা কোনো জোরজবরদস্তি নয়, বরং এক সচেতন সিদ্ধান্ত। তারা বলেন, "হিজাব আমাকে সীমাবদ্ধ করে না, বরং আমাকে সম্মানিত করে।"

এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে পর্দা নারীর বিরুদ্ধে নয়, বরং তার মর্যাদা ও স্বাধীনতার পক্ষে।

অতএব, "পর্দা: নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা?" প্রশ্নের উত্তর একপাক্ষিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমা দৃষ্টিতে এটি দমন, কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে এটি মুক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। এই থিসিসে আমরা পর্দার প্রকৃত অর্থ, ইসলামী দর্শন, এবং পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার ভাষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখব— **পর্দা আসলে নারীর নিপীড়ন নয়, বরং তার মর্যাদার ঢাল।**

অধ্যায় ২ - গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে **"পর্দা"** র প্রকৃত দর্শন ও তাৎপর্য উদঘাটন করা এবং পশ্চিমা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবাদ উপস্থাপন করা।

বিশদভাবে এই গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হলো —

- ✓ **ইসলামে পর্দার মূল দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করা**, অর্থাৎ এটি কেবল পোশাক নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক বিধান তা প্রমাণ করা।
- ✓ **পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা কীভাবে পর্দাকে "দমন" বা "পশ্চাৎপদতার প্রতীক" হিসেবে উপস্থাপন করেছে**, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা।
- ✓ **মুসলিম নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দার অর্থ ব্যাখ্যা করা**, যাতে বোঝা যায় এটি কীভাবে আত্মসম্মান, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক।
- ✓ **দ্বিচারিতাপূর্ণ পশ্চিমা স্বাধীনতার ধারণা** এবং ইসলামী শালীনতার ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।
- ✓ **আধুনিক বৈশ্বিক সমাজে পর্দার পুনরাবিষ্কার ও গ্রহণযোগ্যতা** নিরূপণ করা — বিশেষ করে শিক্ষিত ও পেশাজীবী মুসলিম নারীদের মধ্যে।

গবেষণার তাৎপর্য

পর্দা নিয়ে বিতর্ক শুধু পোশাকের নয়, বরং এটি **নারীর অবস্থান, ধর্মীয় পরিচয় ও সভ্যতার সংঘাতের প্রতিফলন**। পশ্চিমা মিডিয়া ও নীতি-নির্ধারকরা প্রায়ই পর্দাকে নারীর দমন বা সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। ফলে ইসলাম ও মুসলিম নারীদের নিয়ে একটি ভুল ধারণা ক্রমাগতভাবে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই গবেষণার তাৎপর্য হলো —

- ➢ **সাংস্কৃতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** গবেষণাটি পশ্চিমা এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সমন্বিত বোঝাপড়া তৈরি করবে, যাতে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সম্মান জানিয়ে যৌক্তিক আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়।
- ➢ **নারীর মর্যাদা পুনরায় সংজ্ঞায়ন:** গবেষণাটি দেখাবে যে পর্দা কোনো দমন নয়, বরং নারীর নিজের শরীর, মর্যাদা ও বিশ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। এর মাধ্যমে "মুক্তি" ধারণাটিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

- **ইসলামী সমাজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:**
  আধুনিক বিশ্বে ইসলামফোবিয়া ও ধর্মীয় পক্ষপাতমূলক চিন্তার প্রভাবে মুসলিম পরিচয়কে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। এই গবেষণা মুসলিম সমাজকে তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি গর্ববোধ জোগাবে।
- **শিক্ষা ও নীতি-নির্ধারণে প্রয়োগযোগ্যতা:**
  এই গবেষণা ইসলামী নারী-অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য একটি কার্যকর রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে পারে।
- **একটি বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান:**
  পর্দা সম্পর্কে প্রচলিত আবেগপ্রবণ বা রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে গিয়ে, এটি একাডেমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত ও তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবে।

অধ্যায় ৩ - ইসলামে পর্দার ধারণা ও উদ্দেশ্য

❖ ভূমিকা

ইসলামে "পর্দা" বা "হিজাব" শুধুমাত্র এক ধরনের পোশাক বা বাহ্যিক রীতি নয়; বরং এটি এক গভীর নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক দর্শনের প্রতিফলন। এটি এমন এক জীবনবোধ, যা মানুষকে লজ্জা, শালীনতা, পারস্পরিক সম্মান ও নৈতিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে।

পশ্চিমা দৃষ্টিকোণে পর্দা প্রায়ই নারীর দমন ও পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু ইসলামী চিন্তায় পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই নৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক ভারসাম্যের ভিত্তি।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামে পর্দার ধারণা, তার ধর্মীয় উৎস, নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য, এবং সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো বিশদভাবে আলোচনা করব।

❖ পর্দা কি?

'পর্দা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আবরণ বা আচ্ছাদন—কোনো কিছু ঢেকে রাখা, গোপন বা সংরক্ষিত রাখা। ইসলামী পরিভাষায় 'পর্দা' বলতে বোঝানো হয় নারী-পুরুষের পারস্পরিক শালীনতা ও সংযম বজায় রাখার এক প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান। কেবল পোশাকের মাধ্যমে শরীর ঢাকা নয়, চিন্তা, আচরণ ও ব্যবহারেও সংযম রক্ষা করা 'পর্দা'র অন্তর্গত। মূলত পর্দা এক ধরণের শিষ্টাচার, যার লক্ষ্য মানুষকে নৈতিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রাখা।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দা নারীর জন্য যেমন আবশ্যক, তেমনি পুরুষেরও কিছু নির্দিষ্ট সীমা ও দায়িত্ব আছে। নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি ও আচরণে সংযম পালন করতে বলা হয়েছে। নারী যেন তার রূপ-লাবণ্য অন্য পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে এবং পুরুষ যেন পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না দেয়—এটাই পর্দার মূল ভাব। কুরআন ও হাদীসে পর্দাকে শালীনতা, পবিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নিদর্শন হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পর্দা কেবল ধর্মীয় নির্দেশ নয়, এটি সামাজিক স্থিতি ও নৈতিকতার রক্ষাকবচ। সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অনৈতিক আচরণ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি প্রতিরোধে পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকের আধুনিক সমাজে অনেকেই পর্দাকে শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা ফ্যাশনের অংশ হিসেবে দেখে, কিন্তু প্রকৃত পর্দা মানে হলো চরিত্র, ভাষা,

কাজ ও ব্যবহারে সংযম বজায় রাখা। অনেক নারী হয়তো ঘরে বাইরে আবরণে থাকে, কিন্তু আচরণে পর্দা রক্ষা করে না। আবার অনেকে পোশাকে পর্দাহীন, কিন্তু ব্যবহার ও আচরণে শালীন ও সৎ—এই দিকটিই প্রকৃত পর্দার মূল লক্ষ্য।

পর্দা কেবল নারীর দায় নয়, পুরুষেরও নৈতিক দায়িত্ব। পুরুষদেরও উচিত নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, লজ্জা ও সংযম রক্ষা করা। সমাজে আজ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, সহিংসতা, পরকীয়া ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ার পেছনে শালীনতা ও নৈতিকতার অভাবই বড় কারণ। পর্দাহীনতা মানে শুধু পোশাকহীনতা নয়—এটি মন ও আচরণের অসংযমও বোঝায়।

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মজীদের কয়েকটি সূরায় পর্দা-সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। পর্দার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সকল শ্রেণীর ঈমানদার নারী-পুরুষকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ) আদেশ করেছেন তিনি যেন তাঁর স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রাখার আদেশ দেন। কিছু আয়াতে উম্মুল মুমিনীনদেরকেও সম্বোধন করেছেন, কোনো কোনো আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকেও সম্বোধন করা হয়েছে। মোটকথা, কুরআন মজীদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার বিধান দান করেছে। এটি শরীয়তের একটি ফরয বিধান। এ বিধানের প্রতি সমর্পিত থাকা ঈমানের দাবি। কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের 'মুসলিম-সমাজ' এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানও তাদের কাছে অপরিচিত ও অপ্রয়োজনীয়! (নাউযুবিল্লাহ)। ঐসব বিধানের মধ্যে একটি হচ্ছে পর্দা বিধান।

পর্দা শুধু ব্যক্তিগত আচরণ নয়; এটি পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। পর্দা না থাকলে পরিবার ভেঙে যায়, দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাস ও অনৈতিকতা জন্ম নেয়। তাই প্রতিটি পরিবারে সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই শালীনতা, লজ্জা ও আত্মসংযম শেখানো জরুরি। ইসলামী সমাজে যেমন মায়েরা, বোনেরা, স্ত্রী ও কন্যারা পর্দার মাধ্যমে মর্যাদা রক্ষা করেন, তেমনি পুরুষরাও তাদের দৃষ্টি ও আচরণে পর্দা পালন করলে সমাজে শালীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি অপরিহার্য ইসলামিক বিধান, যা তাদের সম্মান, সুরক্ষা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। এর গুরুত্ব হলো এটি নারীকে যৌন

হয়রানি ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে, সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। এটি মুসলিম নারীর সৌন্দর্য ও ইজ্জত রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর মাধ্যমে পরকালে পুরস্কারের আশা করা যায়।

পর্দা সমাজে নৈতিকতা, সচ্চরিত্র ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে। পরিবারে পর্দা মানলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়ে, সন্তানরাও নৈতিক শিক্ষা পায়। সমাজে অন্যায়, লজ্জাহীনতা ও অপরাধ কমে। কাজেই পর্দা কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, এটি সামাজিক শান্তি ও নৈতিকতার প্রতীক।

পর্দা মানুষের জীবনে এক ধরনের শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ আনে। এটি মানবিক সম্পর্ককে বিশুদ্ধ রাখে, সমাজে শালীনতা ও নৈতিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। পর্দা মানে নিজের ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, চরিত্রকে পবিত্র রাখা। তাই পর্দা কেবল কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখা নয়—এটি মন, চিন্তা, দৃষ্টি ও আচরণের সংযমের নাম। এই পর্দা সমাজকে করে তুলতে পারে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও নৈতিকতাপূর্ণ।

পর্দা নারীর বন্দিত্ব নয়; বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের সুরক্ষা ও সম্মানের প্রতীক। নারী-পুরুষের মধ্যে শালীন সীমা রক্ষার মাধ্যমে সমাজে অনৈতিকতা, অসভ্যতা ও যৌন অশান্তি দূর করা যায়। পর্দা মানুষের মনন, চিন্তা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে পবিত্র রাখে। পর্দা মানে নারীকে ঘরে আটকে রাখা নয়; বরং এটি নারীকে সমাজে নিরাপদভাবে চলাফেরার সুযোগ দেয়। সমাজে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের মতো নৃশংস ঘটনা থেকে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্দা এক ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ইসলামে বলা হয়েছে, পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের ভিত্তি।

পর্দা যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং পারিবারিক অশান্তি কমায়। যখন নারী-পুরুষ উভয়েই পর্দার নিয়ম মেনে চলে, তখন সমাজে অসভ্যতা, পরকীয়া, যৌন অপরাধ, এমনকি মানসিক অস্থিরতাও কমে যায়। তাই পর্দা কেবল ধর্মীয় বিধান নয়—এটি সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

পর্দা মানুষের জীবনকে যেমন শারীরিকভাবে সুরক্ষিত রাখে, তেমনি আধ্যাত্মিকভাবেও তা আত্মশুদ্ধির প্রতীক। যেমন আমাদের শরীরের ভেতরে ত্বক, হাড়, রক্ত ইত্যাদি অঙ্গ রয়েছে,

যা একটি আবরণের নিচে ঢাকা থাকে—তেমনি পর্দা আমাদের মানসিক ও সামাজিক জীবনে এক প্রকার আবরণ, যা লজ্জা, শালীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করে।

নারী-পুরুষ উভয়েরই উচিত নিজের দৃষ্টি ও আচরণে সংযম রাখা। শুধু পোশাকে নয়, চোখে, কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে পর্দা থাকা জরুরি। পর্দা মানুষকে অহংকার, অশালীনতা, ও নৈতিক পতন থেকে বাঁচায়। এটি সমাজে সৌন্দর্যের এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করে, যেখানে মানুষ অন্যের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে।

যেমন আমরা মূল্যবান জিনিস যেমন টাকা, গয়না বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি সবসময় নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করি, প্রকাশ্যে ফেলে রাখি না, তেমনি মূল্যবান রত্নসম নারী-পুরুষের চরিত্র, সৌন্দর্য ও মর্যাদাকেও রক্ষার জন্য পর্দা অপরিহার্য। যেসব জিনিস মূল্যবান নয়, সেগুলো আমরা প্রকাশ্যে রাখি; কিন্তু যা মূল্যবান, সেটাই সংরক্ষণ করি। তাই নারীর মর্যাদা ও শালীনতা রক্ষার জন্য পর্দা অপরিহার্য প্রতিরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মসম্মান, লজ্জা ও চরিত্রের প্রতীক। নারী যখন পর্দা অবলম্বন করে, তখন সে কেবল নিজের নয়, সমাজেরও কল্যাণ সাধন করে। এতে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিও শালীন ও সংযত হয়। পর্দা মানা মানে সমাজে পবিত্রতা, সচ্চরিত্র ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

পর্দা মানে আধুনিকতার বিরোধিতা নয়। বরং এটি সভ্যতার অংশ, যা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। যারা মনে করে পর্দা নারীর স্বাধীনতাকে বাধা দেয়, তারা আসলে ভুল বোঝে। পর্দা কোনো শৃঙ্খল নয়; এটি নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার সুরক্ষাকবচ। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি ও যোগাযোগের বিস্তারে অশালীনতা, বেহায়াপনা ও যৌন অপরাধ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পর্দা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আত্মসংযম ও নৈতিকতার রক্ষাকবচ।

ইসলামে পর্দার বিধান শুধু ধর্মীয় নয়, মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পর্দা রক্ষা করে নারী-পুরুষের সুনাম, সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক বন্ধন। এটি সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও নৈতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। ‘পর্দা’ হলো মানবজীবনের নৈতিক আবরণ– যা নারী-পুরুষের চরিত্র, সম্মান ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত রাখে। এটি শালীনতা, লজ্জা,

সতীত্ব ও আত্মসম্মানের প্রতীক। ইসলামে পর্দাকে কেবল ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানবিক নিরাপত্তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪ - কুরআন ও হাদীস এর আলোকে পর্দা

❖ কুরআন এর আলোকে পর্দা

➢ প্রথম দলীল:

আল্লাহ তা‘ আলা বলেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

বাংলা অনুবাদঃ

“মুমিন পুরুষদের বলো— তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।”

— *সূরা আন-নূর, আয়াত ৩০*

তাফসীর:

১. দৃষ্টি সংযম:

“يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ” — অর্থাৎ অশালীন বা হারাম জিনিসের দিকে না তাকানো। ইবনে কাসীর বলেন, এখানে নির্দেশ হলো — নারীর দিকে কামনামিশ্রিতভাবে তাকানো থেকে বিরত থাকা দৃষ্টির সংযমই সতীত্ব রক্ষার প্রথম ধাপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য (মাফযোগ্য), কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্য নয়।” — (তিরমিজি, আবু দাউদ)

কুদৃষ্টি সাধারণত যিনার প্রথম সোপান। এর দ্বারাই বড় বড় নির্লজ্জ কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পবিত্র কুরআন ব্যভিচার ও অশ্লীলতার যাবতীয় দ্বার বন্ধ করার জন্য প্রথমে এই ছিদ্রটি বন্ধ করতে চেয়েছে। মুসলমান নর ও নারীকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং নিজ কুপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। যদি একবার অনিচ্ছায় কোন পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের অথবা কোন পরপুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি পড়েও যায়, তবে দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় সেদিকে তাকাবে না। কেননা, দ্বিতীয়বারের দেখা নিজ ইচ্ছায় হবে- এতে সে অক্ষম বিবেচিত হতে পারে না। মানুষ যদি তার দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস করতে থাকে এবং ইচ্ছা করে নিষিদ্ধ বিষয়াদির প্রতি চোখ তুলে তাকানো থেকে বিরত থাকে, তবে অতিসত্বর তার আত্মার সংশোধন হতে পারে। প্রথমবার যেহেতু হঠাৎ করে অনিচ্ছায় দৃষ্টি পড়ে, যৌন আসক্তির বশবর্তী হয়ে নয়, সেজন্য হাদীসে একে ক্ষমার্হ ধরা হয়েছে।

অর্থাৎ, অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখে পড়লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। নারী যদি পর্দা করে কোনো পুরুষ নারীর দিকে কামনামিশ্রিতভাবে তাকাবে না।

২. লজ্জাস্থানের হিফাযত:

এর অর্থ— ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও হারাম সম্পর্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

তদ্রূপ নিজের সতরকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও যৌনাঙ্গ সংযত করার পর্যায়ভুক্ত। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।" **[দারুকুতনীঃ ৯০২]** শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। জারহাদে আল-আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" **[তিরমিযী ২৭৯৬, আবু দাউদঃ ৪০১৪]**

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেনঃ "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর হকদার।" **[আবু দাউদঃ ৪০১৭, তিরমিযীঃ ২৭৬৯, ইবনে মাজহঃ ১৯২০]** । অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন লোক যেন অপর লোকের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়, অনুরূপভাবে কোন মহিলা যেন অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় এবং কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে, তদ্রুপ কোন মহিলাও যেন অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে। **[মুসলিমঃ ৩৩৮]**

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা বললঃ আমরা এ ধরণের বসা থেকে বঁচতে পারি না; কেননা, সেখানে বসে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি বসা ব্যতীত তোমার গত্যন্তর না থাকে তবে পথের হক আদায় করবে। তারা বললঃ পথের দাবী কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চক্ষু নত করা, কষ্টদায়ক বিষয় দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। **[বুখারীঃ ২৪৬৫, মুসলিমঃ ২১২১]**

অনুরূপভাবে দাড়ি-গোফ বিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করাও অনুচিত। ইবনে কাসীর লিখেছেন- পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি আপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম।

অর্থাৎ তারা যেন ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকে এবং কারো সামনে সতর না খোলে। তবে শরী'য়ত যার সামনে খোলার অনুমতি দিয়েছে- যেমন: স্ত্রী ও ক্রীতদাসী, তাদের সামনে খোলা যাবে।

৩. "এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র"

যে ব্যক্তি দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান রক্ষা করে, তার অন্তর ও আত্মা পবিত্র থাকে। পবিত্রতা শুধু বাহ্যিক নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক পরিচ্ছন্নতা।

৪. "আল্লাহ সম্যক অবহিত"

অর্থাৎ কেউ যদি গোপনে হারাম দিকে তাকায় বা গোপন পাপ করে, আল্লাহ তা জানেন। তাই মুমিনের জন্য সেরা পথ হলো— অন্তর ও বাহ্য উভয়ের শুদ্ধতা রক্ষা করা।

মূল শিক্ষা:

- ✓ পুরুষদের জন্য দৃষ্টি সংযম ফরজ; নারীদের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ।
- ✓ শালীনতা রক্ষা মানে শুধু পোশাক নয়, বরং চোখ, মন ও আচরণেও সংযম।
- ✓ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণই নৈতিকতা ও ইমানের মূলভিত্তি।
- ✓ আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন — তাই তাঁর ভয়েই প্রকৃত সততা গড়ে ওঠে।

এই আয়াত ও এর তাফসীরের মাধ্যমে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

- ➢ **দ্বিতীয় দলীল:**

আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

বাংলা অনুবাদঃ

"(হে নবী!) মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয় তা ছাড়া। তারা যেন তাদের ওড়না (খিমার) দিয়ে বুক ও গলার অংশ ঢেকে রাখে। এবং তারা যেন তাদের শোভা (অলংকার, রূপ) প্রকাশ না করে। শুধু তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, সৎপুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, মুসলিম নারী, তাদের অধীন দাস-দাসী, বা এমন পুরুষ যারা কামনা-শক্তিহীন, কিংবা এমন শিশু যারা নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে

অজ্ঞ— এদের ছাড়া কারো সামনে তাদের শোভা প্রকাশ না করে। তারা যেন এমনভাবে পদক্ষেপ না নেয় যাতে তাদের লুকানো অলংকার প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

— *সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১*

তাফসীর:

১. "তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে"

এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নারী পুরুষ উভয়েরই উচিত অশালীন দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকা। এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক আলেমের মতেঃ নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তার প্রমাণ উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছেঃ

'একদিন উম্মে-সালমা ও মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়-কাল ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। **[তিরমিযীঃ ২৭৭৮, আবু দাউদঃ ৪১১২]** তবে হাদীসটির সনদ দূর্বল।

অপর কয়েকজন ফিক্হবিদ বলেনঃ কামভোব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যাতে বলা হয়েছেঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুচকাওয়াজ নিরিক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। **[বুখারীঃ ৪৫৫, মুসলিমঃ ৭৯২]**

অর্থাৎ, অচেনা পুরুষের দিকে কামনামিশ্রিত বা অনুচিতভাবে তাকানো নিষিদ্ধ। দৃষ্টি সংযমই পর্দার প্রথম ধাপ।

২. "তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করুক"

এর অর্থ কেবল শারীরিক পর্দা নয়, বরং নিজের সতীত্ব রক্ষা করা, ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা, এবং অশালীনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

অর্থাৎ তারা যেন অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। [তাবারী, ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, "মহিলা হলো আওরত তথা গোপণীয় বিষয়" **[তিরমিযীঃ ১১৭৩, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৫৫৯৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহঃ ১৬৮৫]** পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন-পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, তার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ "হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বলেগ হয়ে যায় তখন তার এটা ও ওটা ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।" বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের কব্জি ও চেহারার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। **[আবু দাউদঃ ৪১০৪]**

৩. "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয় তা ছাড়া"

"সৌন্দর্য" বলতে বোঝানো হয়েছে নারীর দেহের সৌন্দর্য, অলংকার ও সাজসজ্জা।

"স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়" বলতে অধিকাংশ তাফসীরে বোঝানো হয়েছে— **চেহারা ও হাত** (কিছু আলেমের মতে শুধু বাহিরে থাকা পোশাক) । আয়াতের অর্থ এই যে, মাহরাম ব্যতিত সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন — "এখানে মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতীত অংশ ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে।"

অন্যদিকে কিছু সাহাবি ও তাবেয়ী বলেন, নারীর পুরো শরীরই আবরিত থাকা উচিত — এটি বেশি সতর্কতা।

৪. "তারা যেন তাদের ওড়না (খিমার) দ্বারা গলা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে"

আরব নারীরা জাহেলী যুগে মাথায় ওড়না দিত, কিন্তু সেটি বুক ঢেকে রাখত না — বুক ও গলার অংশ খোলা থাকত।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন — ওড়না যেন এমনভাবে পরা হয় যাতে গলা, বুক, ও কানের অংশ ঢাকা থাকে।

অর্থাৎ, **হিজাবের উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য লুকানো, প্রকাশ করা নয়।**

আয়াতে পর্দার বিধানের কয়েকটি ব্যতিক্রম আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) অর্থাৎ নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ নেই। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের তাফসীর দু'ধরনের। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও বলেনঃ এখানে প্রকাশ্য সৌন্দর্য বলতে চেহারা, চোখের সুরমা, হাতের মেহেদী বা রঙ এবং আংটি। সুতরাং এগুলো সে তার ঘরে যে সমস্ত মানুষ তার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি আছে, তাদের সামনে প্রকাশ করবে।

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো অপারগতার কারণে গোনাহ থেকে মুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ- গোনাহ নয়। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) এর অর্থ নিয়েছেনঃ "মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়।" এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। [দেখুন-তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর, সহীহ আল-মাসবুর]

৫. "তারা যেন তাদের শোভা প্রকাশ না করে— স্বামী, পিতা... ব্যতীত"

এখানে যে আত্মীয়দের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের সামনে নারী কিছুটা সহজভাবে থাকতে পারে — যেমন মুখ খোলা রাখা, চুল বা হাত দেখা যাওয়া — কারণ এই সম্পর্কগুলোতে **বিবাহ বৈধ নয়**, এবং কামনার ভয় কম। এই তালিকার বাইরে যেকোনো পুরুষের সামনে নারীর শরীর আবৃত রাখা ফরজ।

অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُر শব্দটি خمار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন- এর অর্থ জামার কলার। জাহেলী যুগে মহিলারা

মাথায় এক ধরনের আটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের উপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটি খোঁপা দেখা যেতো। তাই মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে করে যেন সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। [ইবন কাসীর] আয়াত নাযিল হবার পর মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার প্রশংসা করে বলেনঃ সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) বাক্যাংশ শোনার পর তারা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। **[বুখারীঃ ৪৭৫৯]**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যখন (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) এ আয়াত নাযিল হলো, তখন তাদের মাথা এমনভাবে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর কাক রয়েছে। **[আবু দাউদঃ ৪১০১]** এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেনঃ আল্লাহ প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহমত নাযিল করুন তারা (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) নাযিল হওয়ার পরে পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। **[আবু দাউদঃ ৪১০২]**

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে আছে, জনৈক খুনসা বা হিজড়া ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে আসা-যাওয়া করত। রাসূলের স্ত্রীগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। [মুসলিমঃ ২১৮০]

দ্বাদশ প্রকার (أَوِ الطِّفْلِ) এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কামনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে ‘মোরাহিক’ অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। [ইবন কাসীর]

৬. “তারা যেন পদক্ষেপ না নেয় যাতে গোপন অলংকার প্রকাশ পায়”

এর মানে— নারীরা যেন এমনভাবে হাঁটে না, যাতে তাদের পায়ের নূপুর বা অলংকারের শব্দে অন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

অর্থাৎ, **চলাফেরায় বিনয় ও শালীনতা বজায় রাখা।**

অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যার দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে মূল উদ্দেশ্য নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি ও সেগুলোর সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ার যাবতীয় বস্তুই নিষেধ করা। অনুরূপভাবে দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" [আবু দাউদঃ ৫৬৫, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৩৮]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার সালাত ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" [আবু দাউদঃ ৪১৭৪, ইবনে মাজাহঃ ৪০০২, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৪৬] আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" [আবু দাউদ ৪১৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪০০]

তদ্রূপ নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দ্বীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দ্বীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই সালাতে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদেরকে সুবহানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের উপর অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [দেখুন: বুখারী ১২০৩, মুসলিম ৪২১, ৪২২]

৭. "হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো"

শেষে আল্লাহ সকল মুমিনকে তাওবার আহ্বান জানিয়েছেন — অর্থাৎ, এই আদেশগুলো যদি কেউ এখনো পুরোপুরি পালন না করে, তবে যেন তাওবা করে, সংশোধনের পথে ফিরে আসে।

অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, তাওবাহ হলো, অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা, [ইবনে মাজাহ ৪২৫২] এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছেঃ

একঃ মাহরাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেরা (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।" [তিরমিযীঃ ১১৭২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" [মুসনাদে আহমাদ ১/১৮]

দুইঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মাহরাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বাই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।" [বুখারীঃ ৫২৮৮, মুসলিম ১৮৬৬]

তিনঃ মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মাহরাম তার সাথে থাকে।" [বুখারীঃ ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১]

মূল শিক্ষাসমূহ:

✓ নারী ও পুরুষ উভয়েরই উচিত দৃষ্টি সংযম করা।

✓ নারীর উচিত নিজের দেহ ও সৌন্দর্য ঢেকে রাখা, বিশেষ করে পরপুরুষের সামনে।

✓ পোশাক ও চলাফেরায় শালীনতা ইসলামের মর্যাদা ও নারীর সম্মানের প্রতীক।

✓ ইসলামী পর্দা শুধু কাপড় নয়, এটি **আচরণ ও চরিত্রেরও পর্দা।**

✓ আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও তাওবা সফলতার একমাত্র পথ।

➢ **তৃতীয় দলিলঃ**

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

বাংলা অনুবাদঃ

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]

তাফসীর:

ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন:

মদিনায় রাতে কিছু বদ লোক বের হত এবং নারীদের উত্যক্ত করত। তখন তারা অজুহাত দিত—

“আমরা তো বুঝতেই পারিনি যে এরা স্বাধীন (সম্মানিত) নারী, না দাসী।”

এ কারণে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন, যাতে স্বাধীন মুসলিম নারীরা তাদের শরীর ঢেকে রাখেন এবং সম্মানিত হিসেবে চিহ্নিত হন— যাতে কেউ তাদের উত্ত্যক্ত করতে না পারে।

১. উল্লেখিত আয়াতের جلابيبশব্দটি جلبابএর বহুবচন। ‘জিলবাব’ অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। [ইবনে কাসীর] ইমাম মুহাম্মদ ইবন সিরীন বলেনঃ আমি আবীদা আস-সালমানীকে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে إدناء ও جلبابএর তাফসীর কার্যত: দেখিয়ে দিলেন। আর নিজের উপর চাদরকে

নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো। সুতরাং চেহারা, মাথা ও বুক ঢেকে রাখা যায় এমন চাদর পরিধান করা উচিত।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুওইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তার যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে। তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না।

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'পবিত্রতাসম্পন্না' হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।" [আহকামুল কুরআন ৩/৪৫৮]

ইমাম রাযী বলেন, 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের সতর অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।" [তাফসীরে কবীর ২/৫৯১]

২."চেনা সহজতর হবে" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়। [তাবারী, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

মূল শিক্ষাসমূহ:

- ✓ মুসলিম নারীর মর্যাদা রক্ষা
- ✓ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ✓ পর্দার মাধ্যমে পবিত্রতা প্রকাশ করা
- ✓ অসৎ লোকদের দুঃসাহস ঠেকানো

➢ **চতুর্থ দলীল:**

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো তোমরা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না। *[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]*

তাফসীর:

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারীর আসল অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। [ইবন কাসীর মুয়াসসার] আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশংকামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে। সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, “নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।” [সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১৬৮৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৫৯৯]

ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে নারীরা বেপর্দায় চলত এবং নিজেদের শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ্যে প্রদর্শন করত। এ অসভ্য ও নির্লজ্জ চলনকে ইসলাম কখনই বরদাশত করতে পারে না। তাই ইসলাম নারীদের ঘরে অবস্থান করতে আদেশ দিয়েছে এবং অন্ধকার যুগের ন্যায় বের হয়ে রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়াতে নিষেধ করেছে।

এ ব্যাপারেও উম্মাহাতুল মুমিনীনের কর্তব্য, অন্যদের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা, যেমন لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ এর ব্যাখ্যায় আলোচনা হয়েছে।

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান

অবশ্য কোন শরী'য়তসম্মত বা প্রাকৃতিক জরুরতের কারণে সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য ছাড়া মামুলি পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে কখনো কখনো বের হওয়ার অনুমতি কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, পরিবেশের বিবেচনায় ফেতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে। আর এটা প্রমাণিত নয় যে, নবী-মহিয়সীদের জন্য এভাবে বের হওয়াও নিষেধ। বরং কতিপয় ঘটনা থেকে এভাবে বের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু শরী'য়তদাতার বাণীসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকট এটাই পছন্দ যে, একজন মুসলিম রমণী যথাসম্ভব নিজ ঘরের সৌন্দর্য হয়ে থাকবে এবং ঘর থেকে বের হয়ে শয়তানকে ফেতনা সৃষ্টির সুযোগ দেবে না।

বাকি থাকল 'সতর' এর বিষয়, অর্থাৎ নারীর জন্য কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন্ কোন্ পুরুষের সামনে খোলা রাখা জায়েয- এর আলোচনা সূরা নূরে (আয়াত ৩১) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

ইবনু কাসীর বলেন:

- ঘরে অবস্থান করলে নারী **ফিতনা থেকে নিরাপদ** থাকে।
- সমাজে **শালীনতা ও পবিত্র পরিবেশ** বজায় থাকে।
- বিশেষত নবীজির স্ত্রীগণ উম্মতকে শিক্ষা দিতেন, তাই তাদের জন্য আরও বেশি সতর্কতা প্রযোজ্য।

যদিও আয়াত মূলত নবীজির স্ত্রীদের উদ্দেশে নাজিল, তবে ইবনু কাসীর বলেন:

- এই বিধান **সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য**, কারণ তারা নবীজির স্ত্রীদের অনুসরণ করবে।
- তাদেরও উচিত: শালীন পোশাক পরা, অপ্রয়োজনীয় বের হওয়া কমানো, প্রকাশ্য সাজসজ্জা পরিহার করা, ইবাদত ও নৈতিকতার মাধ্যমে জীবন গঠন করা

মূল শিক্ষাসমূহ:

✓ নারীদের অতিরিক্ত বাইরে ঘুরে বেড়ানো নিরুৎসাহিত।

✓ সাজসজ্জা প্রকাশ করে বের হওয়া জাহেলিয়াত যুগের কাজ—এটি নিষিদ্ধ।

✓ পর্দা, শালীনতা এবং ইবাদত নারীর সম্মান রক্ষা করে।

✓ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য—**সমাজে পবিত্রতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা** করা।

➢ **পঞ্চম দলীল:**

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّۚ

বাংলা অনুবাদঃ

আর যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে, এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।

[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৩]

তাফসীর:

ইবনু কাসীর বলেন:

আয়াতটি **নবীজির স্ত্রীদের** (উম্মহাতুল মু’মিনীন) জন্য বিশেষ আদব ও সৌজন্য শেখানোর জন্য নাজিল হয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে এই বিধান **সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য আদর্শ**, কারণ নবীজির স্ত্রীগণ নারীদের শিক্ষায় আদর্শ। আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষদেরকে নবীজির স্ত্রীদের সঙ্গে **দরকারি কথা বলার সময় পর্দার আড়ালে** থাকতে বলেছেন।

এর উদ্দেশ্য:

- সংশয় দূর করা
- দৃষ্টি-সংক্রান্ত ফিতনা রোধ করা
- হৃদয়ের পবিত্রতা বজায় রাখা

তিনি বলেন:

“এটি তোমাদের হৃদয় ও তাদের হৃদয় উভয়ের জন্য বেশি পবিত্র।”

অর্থাৎ—দুই পক্ষের মধ্যেই কোনরকম শয়তানী কুমনা, সন্দেহ বা আকর্ষণের সুযোগ যেন না থাকে।

ইবনু কাসীর উল্লেখ করেন:

- নবীজির স্ত্রীদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ; তারা উম্মতের মা।
- তাদের সঙ্গে কেউ যেন সাধারণ নারীর মতো মেলামেশা না করে।
- তাঁদের ঘর নবীর ঘর, তাই এর সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক।

এজন্য তাদের থেকে কিছু চাইলে **আড়াল/হিজাব** রাখা ফরজ করা হলো। এই আয়াত শুধু পর্দার বিধান নয়, বরং:

- পুরুষ-নারীর সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ
- সামাজিক শালীনতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা
- সন্দেহ ও অপবাদ থেকে সমাজকে রক্ষা
- নবীজির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা

এ আয়াত মাধ্যমে আল্লাহ শিখাচ্ছেন: **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই পবিত্রতার সর্বোত্তম পথ।** নবীজির স্ত্রীদের জন্য যে পর্দা বিধান, তা **মুসলিম নারীদের জন্যও উত্তম অনুকরণীয়**। এ আয়াত প্রমাণ করে:

- নারী-পুরুষের অনর্থক মেলামেশা হারাম
- প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা ঠিক নয়
- কথাও হলে **পর্দা, শালীনতা ও সীমাবদ্ধতার সাথে**

❖ হাদীসে পর্দার বিধানঃ

➢ হাদীস ১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী হল সতর তথা আবৃত থাকার বস্তু। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে। [আলমুজামুল আওসাত, তবারানী]

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়।

➢ হাদীস ২

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ইহরাম গ্রহণকারী নারী যেন নেকাব ও হাতমোজা পরিধান না করে। [সহীহ বুখারী ৪/৬৩, হাদীস: ১৮৩৮]

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন, নারীর জন্য বোরকা দ্বারা মুখমন্ডল আবৃত রাখা ফরয। তবে হজ্বের সময়টুকু এর ব্যতিক্রম। কেননা, এই সময় তারা ওড়নাটা চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিবে, চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে না। পরপুরুষ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে এবং পুরুষরাও তাদের থেকে দূরে থাকবে। [আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/৫৬]

➢ হাদীস ৩

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১১৭; জামে তিরমিযী ৪/২২৩; সুনানে নাসাঈ ৮/২০৯; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১/৮২]

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসে নারীর জন্য কাপড় ঝুলিয়ে রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তাদের জন্য অধিক আবৃতকারী।

➢ হাদীস ৪

ওকবা ইবনে আমের জুহানী রা. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসারী সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু। [সহীহ বুখারী ৯/২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২১৭২; জামে তিরমিযী, হাদীস: ১১৭১; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯, ১৫৩]

এই হাদীসে বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত অবস্থানকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন যেমন দেবর-ভাসুর ইত্যাদির সাথে অধিক সাবধানতা অবলম্বনকে অপরিহার্য করা হয়েছে।

➢ হাদীস ৫

হযরত আয়েশা রা. ইফ্কের দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন-আমি আমার স্থানে বসে ছিলাম একসময় আমার চোখ দুটি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আসসুলামী ছিল বাহিনীর পিছনে আগমনকারী। সে যখন আমার অবস্থানস্থলের নিকট পৌছল তখন একজন ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি দেখতে পেল। এরপর সে আমার নিকট এলে আমাকে চিনে ফেলল। কারণ পর্দা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। সে তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে ওঠে, যার দরুণ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং ওড়না দিয়ে নিজেকে আবৃত করে ফেলি।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমি ওড়না দিয়ে আমার চেহারা ঢেকে ফেলি। [সহীহ বুখারী ৫/৩২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭৭০; জামে তিরমিযী, হাদীস: ৩১৭৯]

➢ **হাদীস ৬**

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা. ওসেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হলেন। এটি ছিল পর্দা বিধানের পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তার সামনে থেকে সরে যাও। আমরা বললাম, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখছেন না?! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? [সুনানে আবু দাউদ ৪/৩৬১, হাদীস: ৪১১২; জামে তিরমিযী ৫/১০২, হাদীস: ২৭৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৬; শরহুল মুসলিম, নববী ১০/৯৭; ফাতহুল বারী ৯/২৪৮]

➢ **হাদীস ৭**

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা অতিক্রম করত। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি চলে আসত তখন আমাদের সকলেই চেহারার ওপর ওড়না টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম।[মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০; ইবনে মাজাহ,
হাদীস: ২৯৩৫]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

➢ **হাদীস ৮**

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমরা পুরুষদের সামনে মুখমন্ডল আবৃত করে রাখতাম। [মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবা-যুগের সাধারণ মহিলারাও গায়র মাহরাম পুরুষ থেকে নিজেদের চেহারা আবৃত করতেন। কারণ আসমা বিনতে আবি বকর রা. এখানে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যা প্রমাণ করে উম্মুল মুমিনগণ ছাড়া অন্য নারীরাও তাদের মুখমন্ডল আবৃত রাখতেন।

➢ **হাদীস ৯**

ফাতিমা বিনতে মুনযির রাহ. বলেন, আমরা আসমা বিনতে আবু বকর রা. এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে আমাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখতাম। [মুয়াত্তা, ইমাম মালেক ১/৩২৮; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৫৪]

হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাত করে তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। [জামে তিরমিযী]

➢ হাদীস ১০

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, একজন মহিলা পর্দার পিছন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি কাগজ দিতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত গুটিয়ে নিলেন (কাগজটি নিলেন না এবং) বললেন, আমি জানি না, এটা কি পুরুষের হাত না নারীর। মহিলা আরজ করলেন, 'নারীর হাত।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি নারী হতে তাহলে নিশ্চয়ই নখে মেহেদী থাকত।' [সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পীর-মুর্শিদ ও উস্তাদের সাথেও পর্দা করা অপরিহার্য।

➢ হাদীস ১১

হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা রা. থেকে বাইয়াত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, নারীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চেয়েও মেহেরবান। সুতরাং আপনার হাত মোবারক দিন, আমরা বাইয়াত হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নারীদের সাথে হাত মিলাই না। (যা মুখে বলেছি তা মেনে চলাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য) । [মুয়াত্তা মালিক]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর কসম! বাইয়াতের সময় তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু মুখে বলতেন, তোমাকে বাইয়াত করলাম। [সহীহ বুখারী ২/১০৭১]

➢ হাদীস ১২

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

দুই শ্রেণীর দোযখী এখনও আমি দেখিনি। (কারণ তারা এখন নেই, ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে) এক শ্রেণী হচ্ছে ঐ সকল মানুষ, যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে) ঐ সকল নারী, যারা হবে পোশাক পরিহিতা, নগ্ন, আকৃষ্ট ও আকৃষ্টকারী; তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না অথচ জান্নাতের খুশবু তো এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।[মুসলিম ২/২০৫, হাদীস : ২১২৮]

এই হাদীসে বেপর্দা নারীদের প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে। সুতরাং তাদের মৃত্যুর আগেই তাওবা করে পর্দার বিধানের দিকে ফিরে আসা কর্তব্য।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধান মেনে চলা সকল ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য। এবার ঐ সকল নিকটাত্মীয়দের কথা উল্লেখ করছি, যাদের মাঝে পর্দার হুকুম নেই। এরা ছাড়া অন্য সকলের সাথেই পর্দা করতে হবে।

অধ্যায় ৫ - মাহরাম ও গায়র-মাহরাম

❖ পুরুষের জন্য মাহরাম ও গায়র-মাহরাম নারী

একজন পুরুষের মাহরাম নারী হল এমন নারী, যার সাথে তার বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। যেমন-মা, মেয়ে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে নারীর সাথে তার বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা (যেমন- নারীর অন্য পুরুষের বিবাহে থাকা) দূর হওয়ার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয সে হল গায়র-মাহরাম। পুরুষদের মাহরাম হলো ১৪ প্রকার। যথা: দাদী, মা/দুধ মা, বোন/দুধ বোন, শাশুড়ি, মেয়ে/দুধ মেয়ে/সৎ মেয়ে, ছেলের/দুধছেলের স্ত্রী, ফুপু, খালা, ভাইয়ের/বোনের মেয়ে, নানী, নাতনী।

পুরুষের বংশ সম্পর্কিত মাহরাম নারীগণ হলেন-

১. মা ২. কন্যা ৩. ভগ্নী ৪. ফুফু, ৫. খালা ৬. ভ্রাতুষ্পুত্রী ৭. ভাগ্নী।

❖ মহিলাদের মাহরাম

সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ককে শরীয়ত মাহরাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যথা: ক) বংশীয়/ঔরসজাত সম্পর্ক। খ) দুধ সম্পর্ক ও গ) বৈবাহিক সম্পর্ক।

বংশগত সম্পর্কের কারণে মাহরাম

নারীর বংশ সম্পর্কিত মাহরাম পুরুষগণ হলেন-

১. পিতা, দাদা-নানা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ।

২. পুত্র, পৌত্র ও তদস্তন পুরুষ।

৩. ভাই-সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়।

৪. ভ্রাতুষ্পুত্র ও তদস্তন পুরুষ।

৫. ভাগ্নে (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে)

৬. চাচা

৭. মামা।

দুধ সম্পর্কের কারণে মাহরাম

দুগ্ধপানের কারণেও মাহরাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দুধ মা, দুধ কন্যা, দুধ বোন ইত্যাদি নারীগণ পুরুষের মাহরাম পরিগণিত হবেন। অনুরূপভাবে দুধ পিতা, দাদা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ, দুধ পুত্র ও তদস্তন পুরুষ, দুধ ভাই ইত্যাদি পুরুষ নারীর মাহরাম হিসেবে গণ্য হবেন।

বিখ্যাত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রাহ. বলেন-
একজন নারী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে সে দুগ্ধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণ সে তার মা। তেমনি দুধমার মেয়ে, বোন হওয়ার কারণে; দুধমার বোন, খালা হওয়ার কারণে; দুধমার মা, নানী হওয়ার কারণে; দুধমার স্বামীর অন্য পক্ষের কন্যা, বোন হওয়ার কারণে; স্বামীর বোন, ফুফু হওয়ার কারণে; স্বামীর মা, দাদী হওয়ার কারণে ঐ শিশুর জন্য হারাম হয়ে যায়। তেমনি দুধমার ছেলে-মেয়ের সন্তানাদিও হারাম হয়ে যায়। কারণ তারা তার ভাই-বোনের সন্তানাদি। (তাফসীরে কুরতুবী ৫/৭২)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ (যিনি আয়েশা রা. -এর দুধ চাচা) একবার আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদানের আদেশ করলেন।
মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার সাথে পর্দা করো না। কেননা, বংশীয় সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়। [সহীহ বুখারী ৮/৩৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস: ১১৪৭; সুনানে নাসায়ী ৬/৯৯]

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম

মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হল বিবাহ। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারাও নারী-পুরুষ একে অপরের মাহরাম সাব্যস্ত হয়। নারীর বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষ হল স্বামীর পিতা (শ্বশুর), স্বামীর অন্য পক্ষের পুত্র ইত্যাদি। তেমনিভাবে নিজের শাশুড়ি, স্ত্রীর গর্ভজাত অন্য পক্ষের কন্যা ইত্যাদি নারীও পুরুষের জন্য মাহরাম গণ্য হবে।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রাহ. বলেন-বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম নারী চার প্রকার: ১. স্ত্রীর মা (শাশুড়ি) ২. স্ত্রীর কন্যা ৩. পিতার স্ত্রী (সহোদর মা, সৎ মা) ও ৪. পুত্রবধু। (তাফসীরে কুরতুবী ২/৭৪)
উল্লেখ্য, শাশুড়ি বলতে স্ত্রীর মা, দাদী-নানী এভাবে উপরের দিকের সকলকে বোঝাবে। তবে স্ত্রীর খালা, ফুফু অর্থাৎ খালা শাশুড়ি, ফুফু-শাশুড়ি মাহরাম নয়। এঁদের সাথে পর্দা আছে। একই কথা নারীর ক্ষেত্রে। স্বামীর পিতা, দাদা ও নানার সাথে পর্দা নেই। তবে স্বামীর চাচা, মামা অর্থাৎ চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সাথে পর্দা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে পর্দার বিধান পালন সম্পর্কে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে-

১. পর্দার বিধান পালন করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করা, যা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

(তরজমা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা আহযাব (৩৩): ৩৬)*

২.পর্দার বিধান মেনে চলা হচ্ছে ঈমানের দাবি। কেননা আল্লাহ তাআলা পর্দা-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু ঈমানদার নারীপুরুষকেই সম্বোধন করেছেন।

তামীম গোত্রের কয়েকজন নারী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. - এর নিকট আগমন করল, যাদের পরনে ছিল পাতলা কাপড়। উম্মুল মুমিনীন তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যদি মুমিন নারী হও তাহলে এ তো মুমিন নারীর পোশাক নয়। আর যদি মুমিন না হও তাহলে তা ব্যবহার করতে পার।' (মাআলিমুস সুনান ৪/৩৭৬)

এক নববধুকে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. - এর নিকট আনা হল, যার পরনে ছিল রঙ্গিন কিবতী চাদর। তখন উম্মুল মুমিনীন রা. বললেন, 'যে নারী এ রকম পোশাক পরিধান করে তার তো সূরা নূরের প্রতি ঈমান নেই।' (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/২৪৪)

৩.পর্দাপালন হল সতর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক লাজুক ও পর্দাশীল। তিনি লজ্জা ও পর্দাকে পছন্দ করেন। [আবু দাউদ, হাদীস: ৪০১২, ৪০১৩; সুনানে নাসাঈ ১/২০০; মুসনাদে আহমদ ৪/২২৪]

আল্লাহ তাআলা পিতা আদম ও হওয়া আ. - এর প্রতি পর্দার নেয়ামতকে বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى

(তরজমা) তোমার জন্য এ-ই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না।– *[সূরা ত্বহা (২০): ১১৮]*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ

(তরজমা) হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।– *[সূরা আ'রাফ (৭): ২৬]*

৪. পর্দা হল নারী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়ের পবিত্রতার উপায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তা ঘোষণা করেছেন।

পাঁচ. পর্দা হল ইফফাত তথা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উপায়। এই ইফফত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআর অংশ। তিনি দুআ করতেন-

أسألك الهدى والتقى والعفة

অন্য রেওয়ায়েতে

إني أسألك الهدى والتقى والعفاف

অর্থ: (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি হেদায়েত, তাকওয়া ও ইফফত (চারিত্রিক পবিত্রতা) । [সহীহ মুসলিম (কিতাবুয যিকর; জামে তিরমিযী (দাওয়াত অধ্যায়); ইবনে মাজাহ (দুআ অধ্যায়); মুসনাদে আহমদ ১/৪১১, ৪১৬ ও ৪৩৬]

এই পবিত্রতা হচ্ছে জান্নাতী নারীদের একটি গুণ। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাদের অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, তারা নির্ধারিত গৃহে অবস্থান করবে এবং নিজ স্বামী ছাড়া অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তো তাদের সৌন্দর্যের পাশপাশি তাদের পবিত্রতারও প্রশংসা করেছেন। সুতরাং রূপ-সৌন্দর্যের সাথে যদি ইফফাত ও সতীত্ব থাকে তবে এরচেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?!! আর পর্দাই হল সতীত্ব রক্ষার উপায়।

পর্দা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য

পর্দার হুকুম শুধু মহিলাদের জন্য নয় বরং পর্দার হুকুম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। নারীর পর্দায় থাকা ফরয আর পুরুষের স্বীয় স্ত্রীকে পর্দায় রাখা ফরয। পুরুষের দায়েমী ফরয ৩টি। যথা-

১. সর্বদা ঈমানী হালতে থাকা।

২. সতর ঢাকা।

৩. অধীনস্ত মেয়ে লোকদের পর্দায় রাখা।

মহিলাদের দায়েমী ফরজ তিনটি। যথা-

১. সর্বদা ঈমানী হালতে থাকা।
২. সতর ঢাকা।
৩. পর্দা করা।

অতএব পর্দা রক্ষা করার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই সচেতন হতে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরে মহান আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের পর্দার হুকুম আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছেন। পুরুষের পর্দা হল, সতর ঢাকা, চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা; এটাই তাদের জন্য পবিত্রতা।

মহিলাদের পর্দা হল সতর ঢাকা, শরঈ পর্দা করা, চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা; এটাই তাদের জন্য পবিত্রতা। পুরুষের পর্দা মহিলাদের তুলনায় হালকা; তবে পর্দা রক্ষার ব্যাপারে পুরুষের জিম্মাদারী বেশী। তবে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ও পরস্পর সহযোগীতা করতে হবে। যেমন, একটি ঘরে যদি শুধু নারী পর্দায় থাকতে চায়, কিন্তু পুরুষ এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না. সেখানে নারীর জন্য পর্দা রক্ষা করা কঠিন। পর্দার ব্যাপারে নারীর বিধানাবলী বেশী; কিন্তু নারীর পর্দার ব্যাপারে পুরুষের জিম্মাদারী বেশী। একজন পুরুষকে চার প্রকার মহিলার পর্দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যথা- মা, **মেয়ে, বোন, স্ত্রী।**

একজন মহিলা বেপর্দার কারণে জাহান্নামে গেলে তার কারণে চারজন পুরুষ জাহান্নামে যাবে। যথা- **পিতা, স্বামী, ভাই, ছেলে**। কেননা একজন মহিলার জীবন এই চার প্রকার পুরুষের কাছেই অতিবাহিত হয়। মেয়ের জন্মের পরপর মেয়েকে পর্দায় রাখার দায়িত্ব পিতার। বিবাহের পর এ দায়িত্ব চলে যায় স্বামীর ওপর। স্বামী মারা গেলে এ দায়িত্ব বর্তায় ছেলের উপর, তারপর ভাইয়ের ওপর। যে পুরুষ অধীনস্থ মহিলাকে পর্দায় রাখে না, সে হল **দায়ুছ**। আর দায়ুছ কখোনো বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। যে মহিলা বেপর্দায় চলে, সে মহিলা হল বেশ্যা, ব্যভিচারীণী; সে দোযখে প্রবেশ করবে। সুতরাং পাঠক সমাজকে খুব খেয়াল রাখতে হবে, নামায-রোযা যেমন নারী-পুরুষ সবার উপর ফরয তেমনি পর্দাও নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের দিলে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অধ্যায় ৬ - পর্দা ও নারীর মর্যাদা

ভূমিকা

মানবসমাজের দীর্ঘ ইতিহাসে নারী সর্বদাই ছিলেন সম্মান, স্নেহ, মমতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারীর অবদান অসীম। কিন্তু সভ্যতার নানা ধাপে নারীকে অবমাননা, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকারও হতে হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামে নারীর প্রতি বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

পর্দা কেবল একটি পোশাক নয়—এটি একটি শালীনতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিরূপ। আধুনিক সমাজে কেউ কেউ পর্দাকে বদ্ধমূল ধারণা বা নারীর অগ্রগতির অন্তরায় মনে করলেও এর প্রকৃত দর্শন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, পর্দা নারীর মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব রক্ষার একটি মহান ব্যবস্থা।

নারীর মর্যাদা: ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী তুলনা

ইসলাম আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সমাজে নারীর অবস্থান ছিল করুণ। অনেক ক্ষেত্রে নারীকে সম্পত্তির অংশ, ভোগের বস্তু কিংবা অবজ্ঞার প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। আরব সমাজেও কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ধর্মীয়-বিধান, উত্তরাধিকার, শিক্ষা, সামাজিক অধিকার—কোনো ক্ষেত্রেই নারীর মর্যাদা ছিল না।

কিন্তু ইসলাম নারীর অবস্থানে বিপ্লব ঘটায়। ইসলাম ঘোষণা করে—

- নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর খলিফা।
- উভয়ের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সমতা আছে; শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় তাকওয়া বা নৈতিকতার মাধ্যমে।
- নারীকে দেওয়া হয়েছে উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বিবাহে মতামত, শিক্ষা অর্জন এবং সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার।

এসব নির্দেশনা নারীকে মানবিক মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করে। পর্দা-ব্যবস্থাও এই মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার একটি অংশ।

পর্দার ধারণা ও উদ্দেশ্য

পর্দা বলতে কেবল মুখ ঢেকে রাখা বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরাকে বোঝানো হয় না। পর্দা একটি বিস্তৃত শব্দ, যা মানুষের চলাফেরা, আচরণ, দৃষ্টিশিক্ষা, লজ্জাশীলতা এবং ব্যক্তিগত সীমারেখা নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলামে পর্দা নিয়মের উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- নারীর সম্মান ও শালীনতা রক্ষা।
- সমাজে অশ্লীলতা ও নৈতিক অধঃপতন দূর করা।
- ভোগবাদী দৃষ্টি থেকে নারীকে রক্ষা করা।
- পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

পর্দা মূলত একটি রক্ষাকবচ, যা নারীকে মানুষের লালসার হাত থেকে রক্ষা করে এবং তাকে ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজে অবস্থান নিতে সুযোগ দেয়।

পর্দা: নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

আজকের পৃথিবীতে নারীরা ঘরে-বাইরে নানা ধরনের ঝুঁকি ও হয়রানির মুখোমুখি হন। যৌন হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, অবাঞ্ছিত দৃষ্টি, কর্মক্ষেত্রে অসম আচরণ ইত্যাদি বাস্তবতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের মাত্রা।

এ প্রেক্ষিতে পর্দা নারীর জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে—

- অশ্লীল দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।
- নারীর পরিচয়, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত সীমানা নিশ্চিত করে।
- সামাজিক পরিবেশে শালীনতা বজায় রাখে।
- অবাঞ্ছিত সামাজিক যোগাযোগ বা হয়রানির ঝুঁকি কমায়।

পর্দা নারীর অগ্রগতির অন্তরায় নয়; বরং একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করে, যাতে তিনি তার প্রতিভা সমাজে অবদান রাখতে পারেন।

পর্দা: সাংস্কৃতিক নয়, একটি সার্বজনীন শালীনতা

অনেকেই পর্দাকে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির অংশ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই শালীনতা ও দেহ ঢাকার সংস্কৃতি ছিল এবং আছে। গ্রিক, রোমান, চীনা, হিন্দু, ইহুদি—সব সমাজে নারীর শালীন পোশাককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম এই প্রাচীন মানবিক মূল্যবোধকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটিকে ঈমান ও আদর্শের সাথে সংযুক্ত করেছে।

সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দার ভূমিকা আরও ব্যাপক—

- পরিবারে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা
- সমাজে পবিত্রতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি করা
- পুরুষ-নারীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা
- প্রলোভন, অশ্লীলতা, অসামাজিক আচরণ ও অপরাধ কমানো

যেসব সমাজে শালীনতা রক্ষা করা হয়, সেখানে যৌন অপরাধের হার সাধারণত কম থাকে। তাই পর্দা শুধু ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক কল্যাণের সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

পর্দা নারীর মধ্যে—

- **লজ্জাশীলতা**
- **আত্মসম্মান**
- **নৈতিক দৃঢ়তা**
- **শান্ত ও সুশৃঙ্খল মনোভাব**

—এগুলোর বিকাশ ঘটায়।

লজ্জাশীলতা মানবিক গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি শুধু বাইরের আচরণ নয়; অন্তরের পবিত্রতা ও নৈতিকতার প্রতিফলন। যে নারী শালীনতা বজায় রাখেন, পর্দা মানেন, তার ব্যক্তিত্ব সাধারণত দৃঢ় ও সম্মানজনক হয়।

অবশেষে আমরা বলতে পারি, পর্দা নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে না, বরং তাকে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার এক বিশেষ পরিধিতে স্থাপন করে। এটি নারীর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও সামাজিক অবস্থানকে আরও উন্নত, সুরক্ষিত ও মহিমান্বিত করে।

ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা নারীকে আবদ্ধ নয়—সম্মানিত করে। এটি নারীকে ভোগের বস্তু নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে শেখায়।

সমাজে নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে পর্দা, শালীনতা, পারস্পরিক সম্মান, নৈতিকতা—এসবকে সম্মিলিতভাবে বজায় রাখা জরুরি। পর্দা তাই কেবল পোশাক নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক শান্তির এক মহান প্রতীক।

অধ্যায় ৭ - পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আধুনিক বৈশ্বিক মিডিয়া—এই দীর্ঘ সময়জুড়ে পশ্চিমা বয়ানে মুসলিম নারীকে প্রায়ই "অসহায়", "বন্দিনী", "দমনপীড়িত" বা "উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বয়ানকে অনেক গবেষক "সেভিয়র ন্যারেটিভ", "ওরিয়েন্টালিস্ট রেটোরিক" বা "মিডিয়া স্টেরিওটাইপিং" নামে চিহ্নিত করেছেন। এই বিশ্লেষণে উপনিবেশবাদ, রাজনীতি, নিরাপত্তা-রাজনীতি এবং গণমাধ্যমের ভাষা—সব স্তরেই এই চিত্রায়নের কৌশল ও উদ্দেশ্যকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ওরিয়েন্টালিজম ও ঔপনিবেশিক "উদ্ধার" বয়ান

এডওয়ার্ড সাঈদের *Orientalism*-এর সূত্র ধরে দেখা যায়, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা ভ্রমণকাহিনি, চিত্রকলা ও উপনিবেশিক প্রশাসনিক লেখায় মুসলিম সমাজকে "পিছিয়ে থাকা", "অসভ্য" এবং বিশেষ করে মুসলিম নারীকে "নিয়ন্ত্রণাধীন" হিসেবে উপস্থাপন করা হতো।

এ চিত্রায়ন উপনিবেশিক শাসনের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হতো: *"আমরা তাদের সভ্য করছি"*—এ দাবি বৈধতা পেত এই নারীনির্ভর ইমেজের মাধ্যমে।

পর্দা, হিজাব, হারেম বা বহুবিবাহের মতো বিষয়গুলোকে অতিরঞ্জিত করে পশ্চিমা লেখকরা একটি রহস্যময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নারী-দমনমূলক পূর্বের ধারণা তৈরি করেছিলেন।

পশ্চিমা দৃষ্টির সমস্যা: নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে বিশ্বমান হিসেবে চাপানো

পশ্চিমা লিবারালিজমের ধারণাটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়, যা অবশ্যই মহৎ মূল্যবোধ। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন 'স্বাধীনতা' কাকে বলে—তার সংজ্ঞা এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেয়। যেখানে একজন পাশ্চাত্য নারী মনে করেন 'শরীর দেখানো স্বাধীনতা', সেখানে অনেক মুসলিম নারী মনে করেন 'শরীর ঢেকে রাখা নিরাপত্তা, মর্যাদা ও আত্মমর্যাদার অংশ'। স্বাধীনতা একরকম নয়—এবং ব্যক্তির নিজের সিদ্ধান্তই এখানে মুখ্য।

বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারী হিজাব বা পর্দা পরেন কোনো জোর-জবরদস্তি ছাড়াই—নিজের বিশ্বাস, পরিচয় ও মর্যাদার অনুভব থেকে।

- এটি আল্লাহর নির্দেশ মানার অভিজ্ঞতা,

- নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ,
- এবং অনেকের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসম্মানের প্রতীক।

যে নারী তার বিশ্বাসের কারণে পর্দা পরেন, **তিনি নিপীড়িত নন**; বরং তিনি নিজের মূল্যবোধকে নিজের মতো করে প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করছেন।

আধুনিক মিডিয়া ও রাজনৈতিক কৌশল

নিরাপত্তা-রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদের ফ্রেমিং

২০০১ সালের পর পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে মুসলিম নারী বিশেষ একটি কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত হয়—তারা হয় "সন্ত্রাসবাদের শিকার", নয়তো "ফান্ডামেন্টালিস্ট সমাজের বন্দিনী" ।

এ ফ্রেমিং নিরাপত্তা-রাজনীতি ও বৈশ্বিক সামরিক হস্তক্ষেপকে যৌক্তিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভিজ্যুয়াল প্রোপাগান্ডা

মুখ ঢেকে থাকা নারী, কালো বোরকা, নিরানন্দ মুখ, সংকীর্ণ ঘর—এসব ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনায় কিছু প্রতীক বারবার ব্যবহৃত হয় যাতে দর্শকের কাছে মুসলিম নারীর একমাত্র পরিচয় দুঃখ-দুর্দশা হয়।

মিডিয়ার "সিলেক্টিভ হাইলাইটিং"

মুসলিম নারী ডাক্তার, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী—এদের স্থান পায় কম। বরং সহিংসতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা—এসব গল্প বেশি প্রচার পায়, যা সামগ্রিক বাস্তবতাকে বিকৃত করে।

বর্ণনার ভাষা ও কাঠামো

পশ্চিমা বয়ানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো "উদ্ধারকারী" (savior) ও "উদ্ধারযোগ্য" (victim) সম্পর্ক গঠন। মুসলিম নারীকে "উদ্ধারযোগ্য শিকার" হিসেবে দেখিয়ে পশ্চিমা শক্তি নিজেকে "উদ্ধারকারী" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

এই ন্যারেটিভটি উপনিবেশবাদী মনোভাবের ধারাবাহিকতা; যা সংস্কৃতি ও ধর্মকে একধরনের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে।

এ প্রোপাগান্ডার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

- হস্তক্ষেপ বা সামরিক উপস্থিতির বৈধতা তৈরি: আফগানিস্তানে নারীর মুক্তির বয়ান এই কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
- নিজস্ব সমাজে ইসলামের প্রতি ভীতি (Islamophobia) নির্মাণ: নির্বাচনী রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী বক্তব্যে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য: পেট্রোলিয়াম, বাণিজ্য ও কৌশলগত স্থানের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বয়ান একটি নৈতিক আড়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমা প্রোপাগান্ডায় মুসলিম নারীকে "অসহায়" বা "বন্দিনী" হিসেবে চিত্রিত করার ধারাটি শুধু ভিজ্যুয়াল বা মিডিয়া কৌশল নয়—বরং গভীর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো একটি শক্তিশালী বয়ান। এটি শুধু মুসলিম সমাজকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে না, বরং বৈশ্বিক রাজনীতিতে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের উপাদান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ফরাসি "সভ্যতা মিশন"

ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখল করে এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার জন্য দাবি করে যে তারা এই অঞ্চলে "সভ্যতা" নিয়ে আসছে। ফরাসি ঔপনিবেশিক চেতনায় মুসলিম নারীর পর্দা বা হিজাবকে "অসভ্য", "পিছিয়ে থাকা" ও "অন্ধকারাচ্ছন্ন" পূর্বের প্রতীক হিসেবে প্রচার করা হয়। অর্থাৎ, নারীর দেহ ও তার পর্দাকেই তারা আলজেরিয়ান সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতার চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের দখলদারিত্বকে নৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল।

ফরাসি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে, ইসলাম একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে যা সংহত, স্বাধীন এবং পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। একজন বিশিষ্ট ঔপনিবেশিক লেখক লুই বার্ট্রান্ড ইসলামকে "মুসলিমদের সভ্যতা থেকে পৃথককারী প্রাচীর" হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। "এই প্রসঙ্গে, পর্দা সেই বিচ্ছেদের দৃশ্যমান প্রাচীর হয়ে ওঠে।"

উন্মোচন অভিযান

১৯৩০ থেকে ১৯৫০ এর দশকের মধ্যে ফরাসি প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন **উন্মোচন অনুষ্ঠান** (public unveiling ceremonies) আয়োজন করতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে আলজেরিয়ান মুসলিম নারীদের সামনে এনে জোর করে তাদের ওড়না বা পর্দা খুলে দেওয়া হতো। পোস্টার, প্রচারপত্র ও বেতার-বার্তায় বলা হতো:

"তুমি কি নিজেকে সুন্দর মনে করো না? তাহলে ঘোমটা খুলে ফেলো!"

ফরাসিদের উদ্দেশ্য ছিল — মুসলিম নারীকে "মুক্ত" দেখিয়ে প্রমাণ করা যে তাদের শাসন আলজেরিয়ান সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক **নারী এই উন্মোচন অভিযানের প্রতিবাদে আবার নিজেদের পুনরায় আবৃত করেন**। তারা জোরপূর্বক পর্দা খোলাকে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জাতীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে দেখেছিলেন। ফলে পর্দা পুনরায় ধারণ করা প্রতিরোধের এক রাজনৈতিক ভাষা হয়ে ওঠে — এটি ছিল একদিকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘোষণা, অন্যদিকে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি অটল অবস্থানের প্রতীক।
লা দেপেচে আলজেরিয়েনের মতো ঔপনিবেশিক সংবাদপত্রগুলি "আলজেরিয়ার নতুন স্বাধীনতার কন্যা" ক্যাপশন সহ হাস্যোজ্জ্বল পর্দা উন্মোচিত মহিলাদের ছবি প্রকাশ করত।

যাইহোক, ফ্রান্টজ ফ্যানন, "আ ডাইং ঔপনিবেশিকতা" (১৯৫৯) বইতে, এই কর্মকাণ্ডের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি উন্মোচিত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন:
"উপনিবেশবাদীর স্বপ্ন ছিল আলজেরিয়ান নারীকে পর্দা উন্মোচন করা; কারণ যদি সে তাকে পেতে পারত, তাহলে সে আলজেরিয়াকে অধিকার করতে পারত।"
ফরাসি প্রচারণা এইভাবে পর্দা উন্মোচনকে মুসলিম নারীর যৌন ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের সাথে সমতুল্য করে তোলে। একটি প্রতীকী কাজ যা প্রতীকীভাবে জাতির বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত।

ফরাসি গণমাধ্যমের ভূমিকা

তৎকালীন ফরাসি সিনেমা এবং সাহিত্য এই আখ্যানটিকে আরও শক্তিশালী করেছিল। পেপে লে মোকো (১৯৩৭) এর মতো চলচ্চিত্রগুলিতে পর্দানশীন নারীদের ইউরোপীয় উদ্ধারের অপেক্ষায় বিদেশী বন্দী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। এই চিত্রকল্প "নিপীড়িত প্রাচ্য নারীর" পৌরাণিক কাহিনীকে স্থায়ী করে তুলেছিল, যা পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্বকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

কিন্তু এই ঔপনিবেশিক পৌরাণিক কাহিনীটি কুরআনের পর্দার ভিত্তিকে উপেক্ষা করেছিল যা ভক্তি এবং নৈতিক সততার একটি কাজ হিসেবে বিবেচিত হত। উপনিবেশবাদীরা বুঝতে পারেনি যে মুসলিম নারীদের জন্য পর্দানশীন মানে মুক্তি নয় বরং বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরিচয় হারানো।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর ভূমিকা (১৯৫৪–৬২)

১৯৫৪–৬২ সালের আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এবং এই সময়ে পর্দা আরও নতুন অর্থ লাভ করে। কিছু নারী নিজেদের পর্দা খুলে

ইউরোপীয় নারীর মতো সাজতেন, যাতে তারা শহরে সহজে চলাফেরা করতে পারেন এবং গোপনে বোমা, বার্তা বা অস্ত্র বহন করতে পারেন। অন্যদিকে অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পর্দা পরে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতেন। এভাবে পর্দা কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের বাহক ছিল না—এটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অস্ত্র, বিপ্লবের সংকেত, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা।

পর্দা নির্মূল করার পরিবর্তে, নারীরা ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের একটি পদক্ষেপ হিসেবে নিজেদের পর্দা আরও কঠোরভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে। এইভাবে পর্দা একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় পালন থেকে স্বাধীনতার রাজনৈতিক বিবৃতিতে রূপান্তরিত হয়। আলজেরিয়ার লেখক আসিয়া জেবার পরে উল্লেখ করেছেন: "প্রতিটি পর্দাই ছিল একটি পতাকা।" আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৯৫৪-১৯৬২), পর্দা ঢাল এবং ছদ্মবেশ উভয়ই হয়ে ওঠে। কিছু মহিলা নাম প্রকাশ না করার আড়ালে অস্ত্র পরিবহনের জন্য এটি পরতেন; অন্যরা একই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চেকপয়েন্টের মধ্য দিয়ে অলক্ষিতভাবে চলাচলের জন্য এটি সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলেন।

ঔপনিবেশিক ভাষ্য ও নারীর দেহ

ফরাসি ঔপনিবেশিক প্রচারণায় মুসলিম নারীর দেহকে এক ধরনের “জয় করার ক্ষেত্র” হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। তারা নারীর শরীরকে যৌনায়িত করে, বস্তু হিসেবে দেখিয়ে এই বার্তাই দিতে চাইত যে—যে সমাজের নারীকে তারা “মুক্ত” করতে পারে, সেই সমাজকে তারা সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম।
ফরাসিদের কাছে পর্দা খোলার অর্থ “মুক্তি” নয়; বরং ছিল আলজেরিয়ান সমাজের উপর একধরনের কর্তৃত্ব স্থাপন। নারীর পর্দা সরিয়ে নেওয়া যেন আলজেরিয়ার সাংস্কৃতিক আত্মাকে ছিন্ন করার এক প্রতীকী প্রচেষ্টা।

ইসলামী নৈতিকতা এবং প্রতিরোধ

ঔপনিবেশিক আলজেরিয়ার ইসলামী পণ্ডিত এবং ইমামরা জোর দিয়েছিলেন যে নারীর প্রকৃত মুক্তি তার বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত, পশ্চিমা রীতিনীতির অনুকরণে নয়। আলজিয়ার্স, কনস্টানটাইন এবং ত্লেমসেনের মসজিদে ধর্মোপদেশ নারীদের মনে করিয়ে দিত যে হিজাব ঔপনিবেশিক ফ্যাশনের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকারের প্রতীক।

দখলদারিত্বের সময় "লি-ইউ 'রাফনা ফা-লা ইউ'ধায়না" (যাতে তারা স্বীকৃত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ না হয়) এর কুরআনের ধারণাটি পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এই অর্থে: যাতে তারা বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হয় এবং আক্রমণকারীর দ্বারা অপমানিত না হয়।

পর্দা এবং ফরাসি নৈতিক দ্বন্দ্ব

মুক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ:

ফ্রান্স মুসলিম নারীদের মুক্ত করার দাবি করলেও তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের পরিবারকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করেছে। ঐতিহাসিক জুলিয়া ক্ল্যান্সি-স্মিথ রেবেল অ্যান্ড সেন্ট (১৯৯৪) -এ যেমনটি পর্যবেক্ষণ করেছেন, "ইসলাম থেকে নারীদের মুক্ত করার দাবি করা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের পর্দা উন্মোচন করতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য তাদের কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা করেনি।"

পশ্চিমা দ্বৈত মান

ইসলামী বিনয়ের সমালোচনা করার সময়, ফরাসি সমাজ একই সাথে ফ্যাশন এবং বিজ্ঞাপনে নারীদের বস্তুগত করে তুলেছিল। বৈপরীত্যটি ছিল আকর্ষণীয়: হিজাবকে নিপীড়ন হিসেবে নিন্দা করা একই সভ্যতা নারীদের দেহের পণ্যকে অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে প্রচার করেছিল।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রকাশ করে, স্বাধীনতাকে বিচ্ছিন্ন করে।

ফ্রান্সে বোরকায় জরিমানা ও মুসলিম নারীর প্রতিরোধ

বোরকা বা নেকাব মুসলিম নারীর ধর্মীয় অধিকার। কিন্তু ফ্রান্সসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে বোরকা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকাংশ দেশ এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ না করলেও ফ্রান্স ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল থেকে আইনটি জোরালোভাবে বাস্তবায়ন শুরু করে।

আইন অনুযায়ী, প্রকাশ্য স্থানে মুখ ঢেকে বোরকা পরলে একজন নারীকে **সর্বোচ্চ ১৫০ ইউরো জরিমানা** করা যায় এবং পুলিশ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

মুসলিম নারীদের প্রতিবাদ

আইন কার্যকরের প্রথম দিনেই অনেক মুসলিম নারী সচেতনভাবে আইন ভেঙে বোরকা পরে রাস্তায় বের হন।

উদাহরণস্বরূপ—কানিজা দিদার নামের এক মুসলিম নারী জরিমানা গুণলেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি বোরকা পরা বন্ধ করবেন না। একজন ধনী মুসলিম ব্যবসায়ী ঘোষণা দেন যে, বোরকা পরে জরিমানা গুনতে হলে তিনি সেই অর্থ পরিশোধ করবেন। তার মতো আরো অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীও এই উদ্যোগে পাশে দাঁড়াতে চান।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমালোচনা

ইউরোপীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে–

- এ আইন ইসলামভীতি ও মুসলিমবিরোধী মনোভাবকে উসকে দেবে।
- ২০০৪ সালে স্কার্ফ নিষিদ্ধ হওয়ার পরই বহু মুসলিম ছাত্রী পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।
- মুসলমানদের ওপর হামলা ও নিপীড়ন বেড়ে তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনেকের ধারণা–ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সারকোজি এ আইনকে ব্যবহার করছেন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অর্জনের কৌশল হিসেবে।

ফরাসি সমাজের দ্বিমুখিতা

বোরকা নিষিদ্ধ দেশটিতেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে

- প্রকাশ্য নারী-কলঙ্ক,
- বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক,
- এবং যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত।

ফ্রান্স নিজেকে "সভ্যতা–মানবাধিকারের রক্ষক" দাবি করলেও বাস্তবে তাদের সমাজে নারী মর্যাদা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মুসলিম নারীর দৃঢ়তা

আইন, জরিমানা, সামাজিক চাপ—কিছুই মুসলিম নারীদেরকে বোরকা ত্যাগে বাধ্য করতে পারছে না।

তারা ধর্মীয় শালীনতা রক্ষার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত, এবং তাদের পাশে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে আসছেন অনেক সচেতন মুসলিম ব্যক্তি।

আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বাড়ে—ফ্রান্সের উদাহরণ তার প্রমাণ।

অন্যদিকে আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি করে যে, তারা ন্যায়ের পথে অটল থাকে এবং ইসলামি পোশাক-পরিচ্ছদ রক্ষায় নিজের সাধ্যমতো ত্যাগ স্বীকার করে।

অধ্যায় ৮ - বিশ্লেষণ এবং আলোচনা পশ্চিমা ভুল উপস্থাপনা এবং ইসলামী বাস্তবতা

ভূমিকা

ইতিহাস জুড়ে, মুসলিম নারীর পর্দা (হিজাব) কেবল পোশাকের অংশই নয়, বরং আধ্যাত্মিক ভক্তি, পরিচয় এবং প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও, পশ্চিমা কল্পনায়, এটিকে ঔপনিবেশিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমাগতভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রায়শই এর ঐশ্বরিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন।

এই অধ্যায়ে পর্দার পশ্চিমা ব্যাখ্যার মধ্যে বৌদ্ধিক এবং নৈতিক বৈপরীত্য পরীক্ষা করা হয়েছে যা নিপীড়ন হিসেবে এবং ইসলামের ধারণার মর্যাদা ও আনুগত্য হিসেবে। এটি আলোচনা করে যে প্রাচ্যবাদের মাধ্যমে কীভাবে এই বিকৃতির উদ্ভব হয়েছিল, আলজেরিয়ার ফরাসি দখলের সময় কীভাবে এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কীভাবে ইসলামী প্রকাশ এবং ইতিহাস এই পশ্চিমা আখ্যানগুলির নৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যর্থতাগুলিকে প্রকাশ করে।

পশ্চিমাদের পর্দার ভুল উপস্থাপনা

১৮ শতকের পর থেকে, ইউরোপীয় ভ্রমণকারী, মিশনারি এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা মুসলিম নারীদের বোবা, পর্দানশীন এবং পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা মুক্তির প্রয়োজন এমন সমাজের মূর্ত প্রতীক হিসেবে একটি চিত্র তৈরি করেছিলেন। ইউজিন ডেলাক্রোইক্সের **"ওমেন অফ আলজিয়ার্স ইন দ্যার অ্যাপার্টমেন্ট"** (১৮৩৪) এর মতো প্রাচ্যবাদী শিল্প ও সাহিত্যে মুসলিম নারীদের নির্জনতা এবং পর্দাকে ইন্দ্রিয়গত রহস্য বা পশ্চাদপদতার লক্ষণ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল।

এই চিত্রায়নগুলি নির্দোষ ছিল না; তারা একটি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল, ইসলামকে নৈতিকভাবে নিকৃষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং এইভাবে উপনিবেশবাদকে বৈধতা দিয়েছিল।

এডওয়ার্ড সাইদ, ওরিয়েন্টালিজম (১৯৭৮) বইয়ে এটিকে প্রাচ্যের বৌদ্ধিক উপনিবেশবাদ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন:
"প্রাচ্য কেবল একটি স্থান ছিল না; এটি ছিল একটি ইউরোপীয় আবিষ্কার, একটি মঞ্চ যেখানে পশ্চিমারা তাদের নিজস্ব ভয় এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রক্ষেপ করেছিল।"

এভাবে পর্দা একটি প্রতীকী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, যা ইউরোপকে তার কল্পিত "স্বাধীনতা" এবং ইসলামের কথিত "বন্ধন" এর মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ দেয়।

বিনয়ের ধর্মনিরপেক্ষ ভুল ব্যাখ্যা
পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধতার অনুপস্থিতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, অন্যদিকে ইসলাম স্বাধীনতাকে কেবল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তাই পশ্চিমারা পর্দাকে ভুল ব্যাখ্যা করে, স্বেচ্ছায় ভক্তিমূলক কাজকে বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে। এই বিভ্রান্তি বিভিন্ন জ্ঞানতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়:
পশ্চিমা দৃষ্টান্তে, মানবিক যুক্তি হল সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। ইসলামে, ওহী (ওহী) হল সত্যের চূড়ান্ত উৎস।
অতএব, পশ্চিমারা পর্দাকে আরোপিত হিসেবে দেখে, ইসলাম এটিকে আল্লাহর আদেশ হিসাবে দেখে, যা বিশ্বাসী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।
কুরআন শিক্ষা দেয়:
"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন কোনও বিশ্বাসী পুরুষ বা বিশ্বাসী মহিলার পক্ষে তাদের বিষয়ে কোনও পছন্দ থাকা উচিত নয়।"
[সূরা আল-আহজাব (৩৩:৩৬)]

এই আত্মসমর্পণের মধ্যে সম্মান এবং শান্তি নিহিত, নিপীড়ন নয়।

ইসলামী বাস্তবতা: পর্দা হলো আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তি

আল্লাহর দাসত্ব হলো প্রকৃত স্বাধীনতা

ইসলামে, স্বাধীনতা হলো সকল সীমা প্রত্যাখ্যান করা নয়, বরং আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক সীমার স্বীকৃতি। কুরআন এটিকে হেদায়েতের পথ এবং আকাঙ্ক্ষার পথের মধ্যে পার্থক্য হিসেবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তা, য়ালা বলেনঃ

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের ইচ্ছাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

[সূরাতুল জাসিয়াহ (৪৫:২৩)]

পশ্চিমা মডেল নফসকে মহিমান্বিত করে; ইসলাম নফসকে তার নিম্ন আবেগ থেকে মুক্ত করে। যে ঈমানদার নারী নিজেকে পর্দা করে সে সমাজকে নয় বরং তার স্রষ্টাকে মেনে চলে, যা সামাজিক সঙ্গতির চেয়ে অনেক উচ্চতর নৈতিক স্বাধীনতার কাজ।

যেমন ইমাম ইবনে আল-কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ মাদারিজ আল-সালিকিনে লিখেছেন: "আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব হলো স্বাধীনতার সারমর্ম, এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে খারাপ ধরণের দাসত্ব।"

সুতরাং, হিজাব কোন শৃঙ্খল নয়; এটি ঈমানের মুকুট যা তাদের দ্বারা পরিধান করা হয় যারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

ফরাসি উপনিবেশবাদীরা এই সুরক্ষাকে কারাবাস হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল, তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে ইসলামে সম্মান প্রকাশের মধ্যে নয়, বরং সংযমের মধ্যে পাওয়া যায়।

নবী (সাঃ) বলেছেন:

"শালীনতা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না।" [সহিহ আল-বুখারী, ৬১১৭]

তুলনামূলক নৈতিক বিশ্লেষণ: পশ্চিমা প্রচারণা বনাম ইসলামী সত্য

দৃষ্টিভঙ্গি	পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
স্বাধীনতার সংজ্ঞা	সীমাবদ্ধতার অনুপস্থিতি; আকাঙ্ক্ষার সাধনা	আল্লাহর প্রতি আনুগত্য; নৈতিক শৃঙ্খলা

পর্দার অর্থ	নিপীড়ন, পশ্চাৎপদতা	মর্যাদা, পবিত্রতা এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ
নারীদের প্রতি উদ্দেশ্য	পশ্চিমা রীতিনীতিতে আত্তীকরণ	ঈমান, পরিবার এবং পরিচয় সংরক্ষণ
কর্তৃত্বের উৎস	মানবিক যুক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইন	কুরআন ও সুন্নাহ
ঔপনিবেশিক নীতি	"মুক্তি" হিসেবে জোরপূর্বক উন্মোচন	প্রতিরোধ ও বিশ্বাসের একটি কাজ হিসেবে পর্দা করা
নৈতিক ফলাফল	শালীনতার ক্ষতি, সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি	আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন, নৈতিক স্পষ্টতা

এই তুলনাটি প্রমাণ করে যে পশ্চিমা প্রচারণা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী অর্থ উল্টে দিয়েছে: ইসলাম যাকে আনুগত্যের মাধ্যমে মুক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, পশ্চিমারা দাসত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে; ইসলাম যাকে নৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছিল, পশ্চিমারা তা দমন হিসেবে দেখেছিল। বাস্তবে, আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, পর্দানশীন উপনিবেশকারী ছিল নিপীড়ক, আর পর্দানশীন বিশ্বাসী ছিল স্বাধীন।
যাইহোক, আলজেরিয়া থেকে মালয়েশিয়া, কায়রো থেকে লন্ডন পর্যন্ত মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দার স্থায়িত্ব ইসলামী বিশ্বাসের অব্যাহত প্রাণশক্তিকে প্রতিফলিত করে।
এটি কুরআনের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ:
"তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দেবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"
[সূরাতুল-সফ (61:8)]

হিজাব মুছে ফেলার প্রতিটি প্রচেষ্টা কেবল ঐশ্বরিক সত্যের জীবন্ত নিদর্শন এবং ধর্মনিরপেক্ষ অহংকারের খণ্ডন হিসাবে এর অর্থ পুনর্নবীকরণ করে।

একটি সর্বজনীন শিক্ষা হিসাবে আলজেরিয়ার উদাহরণ

আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা মুসলিম বিশ্বকে একটি স্থায়ী শিক্ষা দেয়: বিশ্বাসকে উপনিবেশ করা যায় না।

যখন শক্তি, প্রচারণা এবং আদর্শ মুসলিম নারীদের উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইসলামের শক্তি বাহ্যিক কর্তৃত্বের মধ্যে নয় বরং অভ্যন্তরীণ দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত।
ওহী থেকে উদ্ভূত হিজাব সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল কারণ এটি কোনও মানবিক নির্মাণ নয়, বরং ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ।
শতাব্দীর পর শতাব্দীর শত্রুতার মধ্যেও এর টিকে থাকা নবীর এই বাণীকে সমর্থন করে:

"আমার উম্মতের একটি দল সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে; যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করবে না যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ আসে।" [সহিহ মুসলিম, ১৯২০।]

উপসংহার

পশ্চিমা মুসলিম নারীর পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা একটি ঐতিহাসিক বিকৃতি যার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক অহংকার এবং ইসলামী প্রকাশের অজ্ঞতা।
বিপরীতে, কুরআন ও সুন্নাহ পর্দাকে আনুগত্য, পবিত্রতা এবং সুরক্ষার একটি কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, একটি আধ্যাত্মিক ঢাল এবং বিশ্বাসীর পরিচয়ের একটি দৃশ্যমান চিহ্ন।

ফরাসি ঔপনিবেশিক আলজেরিয়ায়, পর্দা প্রতিরোধের ভাষা হয়ে ওঠে: একটি কাপড় যা অস্ত্রের চেয়েও জোরে কথা বলে, একটি বিবৃতি যে মুসলিম নারী আল্লাহর, সাম্রাজ্যের নয়। সুতরাং, "পশ্চিমা প্রচার" এবং "ইসলামী বাস্তবতার" মধ্যে দ্বিধা স্পষ্ট। পশ্চিমারা পর্দাকে আধুনিকতার পথে বাধা হিসেবে দেখেছে; ইসলাম একে ঐশ্বরিক আনন্দের সেতু হিসেবে দেখেছে। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম নারীদের উন্মোচন করতে চেয়েছিল; আল্লাহ উপনিবেশবাদীদের ভণ্ডামি উন্মোচন করেছেন। প্রতিটি যুগে, পর্দা মদীনায় যেমন ছিল, তেমনি আলজিয়ার্সেও তেমনই রয়ে গেছে।

অধ্যায় ৯ - পর্দা ও নারীর স্বাধীনতা

ভূমিকা

বিশ্ব রাজনীতি, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক আলোচনার অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো মুসলিম নারীর পর্দা। পর্দা নিয়ে বিতর্ক কেবল পোশাকের নান্দনিকতা বা ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি নারীর স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রতীকী পরিচয়, শরীর-রাজনীতি এবং উপনিবেশোত্তর ক্ষমতার সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত একটি জটিল প্রশ্ন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা একধরনের সাংস্কৃতিক উচ্চতাবাদ ও দ্বৈত মানদণ্ডের উদাহরণ বহন করে। **স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার**, তবে সেই স্বাধীনতার প্রয়োগ অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতা আন্দোলন: সূচনা ও বিবর্তন

মধ্যযুগে পাদ্রীদের দ্বারা নারীদের উপর বিভিন্ন জুলুম চালানোর ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়। পশ্চাত্যে স্বাধীনতার নামে কাপড় না পরা, উলঙ্গতা, দেহ প্রদর্শন ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটে। গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের উলঙ্গ ক্লাব, বিয়ের প্রতি অনীহা বেড়ে যায়। অনেক নারী মনে করতে শুরু করে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চায় এবং পুরুষের সমান হতে চায়। ফলে তারা প্রচার করে:

স্বামীর কথা মানব না, নিজের হাতে খেঁটে খাব, ভাঙ্গা ঘরে থাকব না; পর্দাতে আর থাকব না।

অতঃপর তাদের অবস্থা এমন হল যে, একজন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা W.W KACHKIIAN বলেন, নারী-পুরুষতো পশুর মত। সুতরাং তাদের আবার বিয়ে কিসের? বিয়ে করে কি মরতে যাব? পশ্চাত্য সমাজে এই ভাবধারাই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। পশ্চাত্যের এই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের পর থেকেই নারী জাতি আজ ভোগের পাত্র ও বিজ্ঞাপনের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। তাই সমাজের অভিশাপ হিসেবে আজকাল যে কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার ফলাফল

নারীকে ভোগের সামগ্রীতে রূপান্তর করা হয়েছে স্বাধীনতার নামে নারী বিজ্ঞাপনের পণ্য, ভোগের সামগ্রী ও দেহ প্রদর্শনের উপকরণে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে নারীদেরকে ঘরের বাইরে, ফাঁকায় বের করার জন্যই নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ধোঁকায় ফেলা হয়েছে;

এবং আজ নারীদেরকে টয়েলেট পেপারের মত ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জারজ সন্তান ও সন্ত্রাসীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই আছে।
১৯৬২ সালের জরীপে আমেরিকার পনের কোটি মানুষের মধ্যে বিশ লক্ষ লোক যৌন রোগে আক্রান্ত। এসবই হল পশ্চাত্য জাহেলিয়াতের নারী স্বাধীনতার অনিবার্য ফসল। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব জাহেলিপনা ও বেহায়াপনা হারাম করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"হে নারী সমাজ! তোমরা জাহেলিয়া যুগের ন্যায় সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না"।
কুরআন নারীদেরকে জাহেলিয়ার সাজ-সজ্জা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা এসব নিষেধ অমান্য করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

মিসাইল গর্ভাচেভের "State of Wemen" নামক গ্রন্থে বলেছেন:
নারী স্বাধীনতার নামে আমাদের পশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে ঘর থেকে বের করে এনেছে। ফলে আমরা অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি বটে; কিন্তু এর ফলে আমাদের 'ফ্যামিলি সিস্টেম' তথা পারিবারিক জীবন পদ্ধতি দিন দিন ধ্বংস হতে চলছে। আর নারীদেরকে ঘর থেকে বের করার ফলে যে ক্ষতিটা হচ্ছে, তা উপকারের তুলনায় অনেক গুণ বেশী মারাত্মক। পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতার ফলে আমরা উপকারের তুলনায় বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি; দেশ ও জাতিকে আমরা ধ্বংস ও বরবাদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

আধুনিক নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভ্রান্তি

আজকাল নারী লিঙ্গু এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত দল নারীদেরকে শান্তির জায়গা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ডাকছে; নারী স্বাধীনতা আন্দোলন করছে; জনদরদী সাজছে। অথচ তারাই নারীর সতীত্বকে হরণ করছে। নারীদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটতেছে। তারা অযুহাত খাঁড়া করে বলে, ঘরে নারীকে স্বামীর অধীনে থাকতে হয়, সেখানে কোন স্বাধীনতা থাকে না; এমন কি মাঝে মধ্যে স্বামী মারধর করে। ঘর থেকে বের হলেই নারী হয়রানি, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদির শিকার হয়। সমাজের লম্পটরা তাদের সুযোগ নেয়। আর ঘর ছাড়া মানেই নারীর নিরাপত্তাহীনতার পথ খোলাসা হওয়া, নারীভোগীদের খপ্পরে পড়ে নারীর মান-সম্মান, নারীত্ব, মাতৃত্বকে ধ্বংস করা এবং নারী নির্যাতনের শিকার হওয়া; যা দিবালোকের মত সত্য প্রতিফলিত হচ্ছে।

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও শাসনের ধারণা

প্রকৃত পক্ষে, স্বামীর ঘরে থাকার মধ্যেই নারীর জেন্দেগীর শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত; আড়ালেই নারীর মুক্তি, ঘরের মাঝেই নারীর প্রকৃত সফলতা ও শান্তি। যদিও ইসলামে হালকা মারের মাধ্যমে স্ত্রীকে শাসন করা জায়েয, তবে এ ব্যাপারে সীমা লংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং স্ত্রীকে শাসনের মধ্যে কল্যাণও রয়েছে। এ জন্য হাদীসের মর্মানুসারে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীকে শাসনের জন্য ঘরে লাঠি লটকায়ে রাখা সুন্নাত।

হাদীসে বলা আছে:

"শাসনের লাঠি ঘর থেকে সরিও না।"

শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, নির্যাতন নয়।যেমন বাবা সন্তানের মঙ্গলের জন্য শাসন করে, তেমনি স্বামীর হালকা শাসন স্ত্রীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার যদি কোন অপারেশনের রোগীর শরীরের কোন অঙ্গ কেঁটে ফেলে, তবে কেউ এটা খারাপ বলবে না। অথচ স্ত্রীকে স্বামী মারলে এটা বড় অন্যায় হয়ে যায়? স্ত্রী অন্যায় করার পর স্বামী স্ত্রীকে না মারলে স্ত্রীর উপর এটা হবে জুলুম; আর স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য মৃদু প্রহার করা হলে স্ত্রীর উপর দয়া করা হল।

স্বামীীর সামান্য মার সহ্য না করে স্ত্রী যদি সংসার ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে ময়দানে বেরিয়ে আসে ও "নারী স্বাধীনাতা" আন্দোলনে শরীক হয়, তখন সে অসংখ্যা লম্পট পুরুষ সন্ত্রাসী দ্বারা সীমা হীন নির্যাতিত হবে। এমন কি গন ধর্ষনের কবলে পড়ে তার জীবন ও শেষ হয়ে যেতে পারে; যার বাস্তব নমুনা আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি।

ঘর ছাড়া নারীর প্রতি নরপশুদের বদ নজর পড়লে তারা হিংস্র হায়েনার মত নারীর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্ষিত নারীর চিৎকার আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেও পাষন্ড জালিমদের অন্তর একটুও কাঁপে না; কোন প্রকার দয়ার উদ্রেক ও হয় না! হবেই বা কেমনে? প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। প্রবৃত্তি মানুষের উপর সওয়ার হলে তখন মনুষ্যত্ব কাজে আসে না। তখন সমাজ হয়ে যায় জাহান্নামের এক অগ্নিকুণ্ড; সে আগুন কোন ফায়ার সার্ভিস নিভাতে পারে না। একমাত্র শরঈ পর্দা মেনে চলা দ্বারাই সে আগুন নিভানো সম্ভব। মোটকথা, **স্বামীর ঘরই হল একজন নারীর নিরাপত্তার একমাত্র ঘাঁটি বা দুর্গ**। ঘরে মাত্র একজন তথা প্রিয়তম স্বামীর মনোরঞ্জনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। স্বামী স্ত্রীর বহু ওজর-আপত্তি মেনে নেন। তার কাছে অনেক ভুল-ত্রুটি ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। স্বামীর ঘরই হল নারীর শান্তিময় আবাসস্থল।

পক্ষান্তরে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসলেই সমস্ত নিরাপত্তা নিঃশেষ হয়ে যায়। বেপর্দা নারীর জীবনে থাকে না কোন নিরাপত্তা; চাই সে দেশের প্রধান মন্ত্রী হোক না কেন! তখন একজন নারীকেই অনেক নির্দয়-নিষ্ঠুর কামুক পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয়; যারা নারীর কোন ওজর-আপত্তিই শুনতে চায় না। কার্য সিদ্ধি করে তারা সে সুন্দরী নারীকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে দেয়! তখন সে বেপর্দা নারীর স্থান হয় খোলা নর্দমা। আর এটাই হল **'নারী স্বাধীনতা'র নামে বেপর্দা হওয়ার ও ঘর থেকে বের হওয়ার চরম পরিণতি!**

স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যার উদাহরণ

নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একবার জনৈক মালিকের একটি গরু মালিকের মারে অসহ্য হয়ে মালিকের কাছে মুক্তির জন্য জোর দাবি জানায়। মালিক গরুটির দাবি মেনে নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেয়। স্বাধীনতা পেয়ে এ লাগামহীন গরুটি যেকোন ফসল ক্ষেতে মুখ দিতে থাকে। অতঃপর শুরু হয়ে যায় গরুটির চতুর্মুখি অমানসিক নির্যাতন ও লাঠিচার্য। অসহনীয় গণ মার খেয়ে গরুটি নিজেকে বলে, স্বাধীনতাই আমাকে সর্বনাশ করেছে। কারণ, পূর্বে আমাকে একজনে মারত; তাও আবার হালকা ও মালিকের মার। সে মারে থাকত দয়া। আর এখন আমাকে মারে বহু লোকে বহু জোরে; যারা মালিক নয়, যাদের মারে দয়ার কোন লেশই নাই। অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্ত চরম নির্যাতিত গরুটি মালিকের নিকট ফিরে এসে গন লাঠি চার্যের অমানবিক নির্যাতনের কাহিনী শুনায়ে আযাদী চাওয়ার জন্য মালিকের নিকট ক্ষমা চায়। সুহৃদয় মালিক গরুটিকে পুনরায় গ্রহণ করে গলায় লাগাম লাগিয়ে পূর্বের মত সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। প্রয়োজন হলে কিছু মারধর ও করে। কিন্তু এবার আর গরুটি স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে না। (ঘটনাটি কাল্পনিক হলেও তার মধ্যে সুপ্ত মর্মটি একেবারে সত্য।)

সত্য বলতে কি- উক্ত গরুটির মতই আজকালকের নারী স্বাধীনতা। পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা ভোগীনী নারীরা গণ নির্যাতনের অত্যাচারে অসহ্য হয়ে অভিজ্ঞতার আলোকেই তারা আজ আবার গৃহাঙ্গনের শান্তি নিকেতনে ফিরে আসতে চাচ্ছে। ঘরের চৌহদ্দির ভিতরে অবস্থান করা নারীরা যারা এখনও বাইরের স্বাধীন লাগামহীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেন নি? তারা হয়ত মনে মনে ভাবছে যে, ঘরের বাইরের স্বাধীনতা জীবন হল নারীর স্বর্গীয় জীবন! কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপট একেবারেই সম্পূর্ণ বিপরীত। বহিরাঙ্গন হল নারীদের জন্য এক অসহনীয় অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কন্টকময় দুর্বিসহ জীবন, যেখানে শান্তির লেশমাত্র নেই।

বিশিষ্ট দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেন, "কোন ফুলের জন্য এটা অদৌ গর্বের বিষয় নয় যে, সে নিজ বাগানের শোভা ক্ষুণ্ণ করে কারো পাগড়ি বা কারো টাইয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।"
ছিড়া ফুল কিছুক্ষণ পরই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গাছের সাথে যুক্ত ফুলের জীবন, প্রাণ ও অস্তিত্ব অনেক স্থায়ী।

আমেরিকান বৃদ্ধার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

একদা আমেরিকার এক শহরে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ফল বিক্রি করছিলেন। বাংলাদেশী তাবলীগ জামাতের এক মুবাল্লিগ তার থেকে ফল কিনতে গেলে তিনি পরিচয় জানতে চান। তাবলীগী লোকটি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। 'মুসলিম' শব্দটি শোনা মাত্রই আমেরিকান বৃদ্ধা মহিলাটির চেহারা রাগে লাল টকটকে হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই বাঙালী মুসলমানকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন। মহিলা বলেন, তোমরা তো মৌলবাদী, নারী স্বাধীনতা বিরোধী ও নারীর অধিকার হরণকারী।

মুবাল্লিগ সাহেব মুখ খুলে তাবলীগী মেজাজে নরম ভাষায় বুঝাতে লাগলেন। বললেন, ম্যাডাম! আপনি একজন অতিশয় বৃদ্ধা নারী! জীবিকা সংগ্রহের সংগ্রামে এ বৃদ্ধা বয়সে আপনাকে কতইনা মেহনত করতে হচ্ছে। মাথায় টুকরি নিয়ে ফেরী করে ফল বিক্রি করতে হচ্ছে। আহ! এ দেশে এ সমাজে আপনার কতই না কষ্ট! অথচ আমাদের ইসলাম ধর্মে এ রকম বৃদ্ধা বয়সের নারীকে কোন সময় জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে কোন প্রকার কষ্টই করতে হয় না। অর্থ উপার্জনের জন্য তাকে আমাদের ইসলামী সমাজে সামান্য শ্রম ও এক ফোটা ঘামও ঝরাতে হয় না। তার কথার সার্মম ছিলো-

- নারীর জীবিকা পুরুষের দায়িত্ব
- বৃদ্ধা মাকে জীবিকা খুঁজতে হয় না
- নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইসলাম

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হলে তিনি মুসলিম হয়ে যান এবং পর্দাশীল জীবনে শান্তি পান।

পর্দা কি নারী স্বাধীনতার অন্তরায়?

এটার উত্তর দিতে গেলে আগে বলতে হবে, স্বাধীনতা কাকে বলে? অন্যের ক্ষতি না করে কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা মত কোন কিছু করা। নিজের স্বাধীনতা দেখাতে গিয়ে যদি অন্য কারো স্বাধীনতা ক্ষণ্ণ হয়, তবে তা হবে স্বাধীনতার নামে বর্বরতা ও জুলুম। যে স্বাধীনতা

মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা পৌছায়, সেটাই আসল স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে, যে স্বাধীনতা মানুষকে ধ্বংস ও বর্বরতার দিকে নিয়ে যায়, তা স্বাধীনতার নামে চরম ধোঁকা ও প্রতারণা। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন করা অপেক্ষা স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। নারী স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি নারীর অবাধে চলাফেরা করা। কিন্তু তথাকথিত এ নারী স্বাধীনতা নারীর কতটুকু কল্যাণ পৌছায়? এ স্বাধীনতা নারীকে কতটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা পৌঁছায়? এটা কি নারীর জন্য ভাল না মন্দ, তা ভাববার বিষয়। আধুনিক নারী স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে নারীর সম্মান কি বাড়ছে না কমছে? নারী কি নির্যাতিতা, ধর্ষিতা হচ্ছে? না হচ্ছে না? বিজ্ঞ সুশীল সমাজ একটু চিন্তা করে দেখুন।

পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে পর্দার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তা নারী জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র চাবিকাঠি। ইসলামী পর্দা প্রথা চালু করার ফলেই পবিত্র মক্কা-মদীনা সোনালী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, একাকিণী, সুন্দরী, ষোড়ষী রমণী অবাধে মদীনা থেকে মক্কা শরীফে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার জন্য আসছে, পথিমধ্যে কোন যুবক ঐ মেয়েলোকের দিকে আড় চোখে তাকানোর সুযোগ পায় নি এবং তার ইজ্জত-সম্ভ্রমের বিন্দুমাত্র ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। এ নিরাপত্তা একমাত্র ইসলামই মানুষকে দিয়েছে। একটি নারীর স্বাধীনতা, অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হল শরঈ পর্দা মেনে চলা। সুতরাং পর্দা নারী স্বাধীনতার অন্তরায় নয় বরং একমাত্র পর্দাই নারী স্বাধীনতার রক্ষকবচ এবং নারীর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে স্বক্ষম।

যেমন মা শিশুকে বাইরে যেতে দেয় না তার কল্যাণে, তেমনি আল্লাহ নারীর মঙ্গলের জন্য সীমা নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ মানুষের উপর মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এটা আল্লাহ তা'আলার ইলেমে আছে যে, নারী যদি অবাধে পরপুরুষের সাথে তার স্বাধীন মত খোলা-মেলা ঘরের বাইরে চলা-ফেরা করে, তবে সে তার সত্যিকারের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে। অশান্তি আর ধ্বংসের লীলাভূমিতে সে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নারী তার স্বাধীন মত বেপর্দায় ঘরের বাইরে পর পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করলে সে তার সতীত্ব, অস্তিত্ব মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে পারবে না।

তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সতীত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য শরঈ পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরের বাইর করতে চায়, তারা নারীদের কল্যাণ চায় না; বরং তারা চায় নারীর দেহ ও সতীত্বকে লুণ্ঠন করতে। তারা কোনক্রমেই নারী সমাজের শুভকাঙ্খী হতে পারে

না। আর যে নারী ইসলামী বিধিবিধান মেনে শরঈ খাছ পর্দা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, আল্লাহ সুবহানাহু অ তা'আলা কুদরতী ভাবে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন, তার সতীত্ব ও সম্মানের হেফাজত করবেন; যেটা একজন নারীর জন্য অতীব জরুরী। মাছ পানিতে স্বাধীন, বাঘ বনে স্বাধীন;তেমনি নারীর স্বাধীনতা ঘরে, পর্দার ভিতরে। বাইরে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

উপসংহার:

ইসলামের শরঈ পর্দা নারীর

- স্বাধীনতা
- সতীত্ব
- সম্মান
- নিরাপত্তা

সবকিছু রক্ষা করে।

আড়ালেই মুক্তি। পর্দাই নারীর আসল স্বাধীনতা।

অধ্যায় ১০ - ইসলামের পর্দা-বিধান ও আমাদের অসতর্কতা

মুসলমানের পোশাক

পোশাক-পরিচ্ছদ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পোশাক যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্যের উপকরণ, তেমনি শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে তা ব্যবহার আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, কুরআন-হাদীসে অন্যান্য বিষয়াদির মতো লেবাস-পোশাক বিষয়েও হুকুম-আহকাম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পোশাক সম্পর্কিত দ্বীনী হেদায়াত ও শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মতো স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করেছেন। কারণ পোশাক-পরিচ্ছদের ভালো মন্দ মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা তথা মানবিক জীবনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্তর ও মন-মানসিকতায় গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই পোশাকের বিষয়টি এ রকম সাধারণ কোনো বিষয় নয় যে, একটি কাপড় কিনলাম এবং তা পরে নিলাম। বরং এক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।

পোশাক যে অনেক বড় নেয়ামত তা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ

বাংলা অনুবাদ

"হে আদমসন্তান! আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাজিল করেছি যা তোমাদের গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখে এবং শোভা বৃদ্ধি করে। আর তাকওয়ার পোশাক—এটাই সবচেয়ে উত্তম।" *[সূরা আল-আ'রাফ (৭:২৬)]*

পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা

ইসলামী শরিয়ত পোশাকের বিষয়ে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর নীতিমালা প্রদান করেছে। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন, রং বা সাংস্কৃতিক স্টাইল বাধ্যতামূলক করে দেয়নি; বরং বিভিন্ন দেশ, পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী মুসলমানদের পোশাক ব্যবহারের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে শালীনতা, নৈতিকতা ও সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কিছু অপরিহার্য নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। যে পোশাক এসব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেটিই শরিয়তসম্মত পোশাক হিসেবে গণ্য হবে।

১. পোশাক আঁটসাঁট বা খুব ছোট হবে না

পোশাক এমন হবে না যা শরীরে লেগে থাকে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন প্রকাশ পায়।

হযরত উমর রা. মহিলাদেরকে 'কাবাতী' নামক এক ধরণের কাপড় পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এতে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন:

"ত্বক না দেখা গেলেও দেহের গঠন ফুটে ওঠে।"— [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ২৫২৮৮]

২. পোশাক অতি পাতলা হবে না

এমন মিহি বা পাতলা পোশাক পরিধান করা যাবে না যাতে শরীর দেখা যায় বা সতর প্রকাশ পায়। তবে পাতলা কাপড়ের নিচে মোটা সেমিজ ব্যবহার করলে তা জায়েয। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. হাফসা বিনতে আবদুর রহমানের পাতলা ওড়না ছিঁড়ে মোটা ওড়না পরিয়ে দেন। [মুয়াত্তা মালেক ২/৯১৩]

৩. কাফের-মুশরিক বা ফাসেকদের বিশেষ পোশাক অনুকরণ করা যাবে না

অমুসলিম বা অধার্মিক জাতির পরিচয়সূচক বিশেষ পোশাক অনুসরণ করা নিষেধ। নবী ﷺ ইবনে আমর রা.-কে লাল রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখে বললেন:

"এগুলো কাফিরদের পোশাক, তুমি তা পরো না।" [সহীহ মুসলিম ২০৭৭; নাসায়ী ৫৩১৬]

তিনি আরো বলেছেন:

"যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" [আবু দাউদ ৪০২৭]

৪. পোশাকের উদ্দেশ্য অহংকার, বিলাসিতা বা নজর কাড়া নয়

রসুল ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় প্রদর্শনীর পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।" [আহমদ ৬২৪৫; আবু দাউদ ৪০২৫]

আরও বলেছেন:

"যে অহংকারবশত কাপড় টেনে হাঁটে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দিকে তাকাবেন না।" [বুখারি ৫৭৮৮; মুসলিম ২০৮৭]

৫. নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর পোশাক পরবে না

রাসুল ﷺ পুরুষের নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ এবং নারীর পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারী প্রত্যেকের উপর লানত করেছেন। [বুখারি ৩৮৮৫; আবু দাউদ ৪০৯২]

৬. পোশাকে অপচয় ও অতিরিক্ত ব্যয় নিষেধ

অতিরিক্ত বিলাসিতা, অহংকার বা শখে অপ্রয়োজনীয় পোশাক ক্রয় করা অপচয়।

রসুল ﷺ বলেছেন:

"খাও, পান করো, দান করো এবং পরিধান করো; যতক্ষণ না অপচয় ও অহংকার থাকে।" [নাসায়ী ২৫৫৯; ইবনে মাজাহ ৩১০৫]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন:

"তোমার মনে যা চায় পরিধান করো; যতক্ষণ অপচয় ও অহংকার না থাকে।" [সহীহ বুখারি ১০/১৫২]

৭. নারীর সৌন্দর্য গায়র-মাহরামের সামনে প্রকাশ করা নিষেধ

আল্লাহ বলেন:

"তারা যেন নিজেদের ভূষণ প্রকাশ না করে।" *[সূরা নূর: ৩১]*

এ আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে নারী গায়র-মাহরামের সামনে বড় চাদর বা বোরকায় সম্পূর্ণ শরীর আবৃত রাখবে।

আল্লাহ আরও বলেন:

"গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বের হয়ো না।" *[আহযাব: ৩৩]*

ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন:

অতিরিক্ত সাজসজ্জা প্রকাশ করা নারীর জন্য গুনাহ এবং লানতের বিষয়। [আল-কাবায়ের]

নারীর ঘর থেকে বের হওয়ার আদব

ইসলাম নারীর গৃহজীবনকে মূল দায়িত্ব হিসেবে নির্দেশ করেছে; তবে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয—শর্ত হলো শালীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা।

১. সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে বের হতে হবে

পুরো শরীর বড় এবং মোটা চাদর দ্বারা অথবা সমগ্র শরীর ঢাকা যায় এমন বোরকা দ্বারা আবৃত করে ফেলবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা যাবে না। চেহারা, উভয় হাত কব্জিসহ এবং উভয় পা টাখনুসহ আবৃত করবে। পথ-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে হাত ও পায়ের মোজা এবং চেহারার জন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন। হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের মুখের উপর তাদের চাদর নামিয়ে দেয়। *[সূরা আহযাব: ৫৯]*

অন্য আয়াতে মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন-তোমরা সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত। *[সূরা আহযাব: ৩৩]*

মনে রাখতে হবে, টাখনু পর্যন্ত কদম, কব্জি পর্যন্ত হাতের পাতা এবং চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে তা নামাযের সময় খোলা রাখা যাবে। কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়রে মাহরাম ও পরপুরষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

২. বাইরে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না

ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় মেক-আপ, সাজসজ্জা গ্রহণ করবে না এবং কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় এবং লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা তার খুশবু গ্রহণ করে, তবে সে ব্যভিচারিণী। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৯৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৭৮৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪১৭৪-৭৫]

৩. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে নারী স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যায় সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত অথবা স্বামী সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। [কানযুল উম্মাল]

৪. দূর সফরে মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করা যাবে না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণে বলতে শুনেছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া নির্জনে অবস্থান করবে না। এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩০২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৩৪১]

৫. অলংকারের শব্দও যেন প্রকাশ না পায়

আল্লাহ তাআলা বলেন-মুসলিম নারীদের উচিত, মাটিতে এমনভাবে পা না ফেলা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ-সজ্জা জানা হয়ে যায়। [সূরা নূর: ৩১]

৬. গায়র-মাহরামের দিকে দৃষ্টি না তোলা

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী! মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। [সূরা নূর: ৩১]

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী-জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২১৫৯]

৭. প্রয়োজনে কথা বলতে হলে কোমল, আকৃষ্টকারী ভঙ্গিতে নয়

মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। একান্ত যদি বলতেই হয় তবে নরম ও কোমল ভাষায় বলবে না, যাতে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো সঙ্গত কথা। *[সূরা আহযাব: ৩২]*

ইসলাম পোশাক ও পর্দার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়। পোশাকের উদ্দেশ্য শালীনতা, নৈতিকতা, অহংকার থেকে দূরে থাকা, দৃষ্টি আকর্ষণ না করা, এবং সমাজে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। শরীয়ত কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির পোশাক চাপিয়ে দেয়নি; বরং সব দেশের মুসলমানদের জন্য সাধারণ নৈতিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছে।এই নীতিগুলো পালন করলে একজন মুসলমানের পোশাক হবে—

শালীন, পরিচ্ছন্ন, অহংকারহীন, নিরাপদ ও তাকওয়াপূর্ণ।

আমাদের অসতর্কতা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। যখন আমরা এসব বিধান অমান্য করি, তখন ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজ—সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তা সংকট আজ অত্যন্ত গভীর; অথচ সতর্কতার জায়গায় দেখা যাচ্ছে চরম অবহেলা।

১. কন্যাসন্তানের নিরাপত্তায় পিতামাতার অবহেলা

অনেক মা-বাবা তাদের কিশোরী মেয়েকে অতি সাধারণ বা অশোভন পোশাকে গায়রে মাহরাম পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠাচ্ছেন। ভিকারুন্নিসা সহ বহু অপ্রীতিকর ঘটনার পরও সতর্কতার অভাব রয়ে গেছে। তারা মনে করেন এর বিকল্প নেই, অথচ সত্য হলো—বিকল্প পথ অবশ্যই খুঁজে বের করা দরকার।

২. আংশিকভাবে ইসলাম মানার প্রবণতা

অনেক ধর্মপ্রাণ পরিবার নামাজ–রোজা পালন করলেও সন্তানদের জাহেলিয়াতময় পরিবেশে বড় করেন। ফলে সন্তান ভুল পথে গেলে তার প্রভাব মা-বাবার ওপরও পড়ে। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ না করলে দ্বীনদারির দাবি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিছু পরিবারের কোনো সদস্য পর্দা করতে চাইলে বা পর্দা করলে উল্টো তাদের কে পরিবারের ধারায় অনেক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাদের কে ওল্ড মাইন্ডেড বলা হয়। তাদের পর্দা করতে বাধা দেয়া হয়। মুসলিম পরিবার হিসেবে এটা খুবই লজ্জার।

৩. গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সাথে পর্দাহীনতা

“গায়রে মাহরাম” শুধু পরপুরুষ নয়—অনেক আত্মীয়ও এর অন্তর্ভুক্ত:
ভাসুর, দেবর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, চাচাতো–মামাতো–খালাতো–ফুফাতো ভাই ইত্যাদি।
কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়ের মাধ্যমেই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নবী (সা.) বলেছেন: “ননদ-দেবর তো মৃত্যু।”
অতএব, আত্মীয় হলেও পর্দার বিধান কঠোরভাবে মানা জরুরি।

৪. চিকিৎসকের ক্ষেত্রে সতর্কতা

নারী রোগী হিসেবে প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত নারী চিকিৎসক। প্রয়োজনে কষ্ট করে হলেও তাদের খুঁজে নেওয়া উচিত। দাঁতের বা জটিল চিকিৎসায় পুরুষ চিকিৎসকের কাছে গেলে

অবশ্যই মাহরাম সঙ্গে থাকা জরুরি। বেগানা নারী–পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৫. মোবাইল ফোন ব্যবহারে অসতর্কতা

মোবাইল ফোন উপকারী হলেও অশোভন যোগাযোগের মাধ্যমে বিবাহিত নারীর পথভ্রষ্ট হওয়ার বহু ঘটনা ঘটছে। সতর্কতার মধ্যে থাকতে পারে—

- অপরিচিত কল হলে স্বামী বা অন্য কাউকে দিয়ে রিসিভ করানো
- প্রয়োজনে অনাকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলা
- সন্দেহজনক নম্বরে সাড়া না দেওয়া

৬. ভণ্ড পীরের ফাঁদ

অনেক প্রতারক "পীর" নামে পরিচয় দিয়ে নারীদের অবাধে কাছে ডেকে বিভিন্ন প্রতারণা ও অপকর্ম করে। তারা পর্দাহীনতা সমর্থন করার জন্য ভ্রান্ত যুক্তিও দেয়। মনে রাখতে হবে কোরআন–সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো পীরের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

পর্দার ক্ষেত্রে অসতর্কতার ক্ষেত্র অনেক। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সচেতন থাকা, ইসলামের নির্দেশ পুরোপুরি মানা এবং জীবনের প্রতিটি দিকেই দ্বীনের শিক্ষা অনুসরণ করাই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ।
আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

অধ্যায় ১১ - পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ!

ভূমিকা

পথিক!

তুমি কি জানো—তোমার প্রতি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ কত ব্যাপক? গগন-সমুদ্র-পর্বত—সবকিছুর মাঝেই যে নেয়ামত ছড়িয়ে আছে, তার চেয়েও অধিক মূল্যবান একটি নেয়ামত তোমাকে আল্লাহ দিয়েছেন—**পোশাক**। এ পোশাক তোমার সজ্জা, তোমার মর্যাদা, তোমার লজ্জার আবরণ।আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন

ইবাদতের সময়ও পোশাক-সৌন্দর্য ধারণ করো,

কারণ রব্বুল আলামীন চান তাঁর বান্দা থাকুক পরিচ্ছন্ন, সংযমী ও রুচিশীল। কিন্তু শয়তান চাইছে এর ঠিক বিপরীত। মানুষের নগ্নতা দেখে সে আনন্দিত হয়, শালীনতার দরজা ভেঙে ফেলার সুযোগ পেলেই সে উল্লসিত হয়। সে তো আদম সন্তানের প্রকাশ্য শত্রু—তার প্রলোভনের পেছনে কি নিরাপত্তা আছে?

তাহলে বলো পথিক—

কার পছন্দ তুমি গ্রহণ করবে? রাহমানের—যিনি তোমাকে পথ দেখান? নাকি শয়তানের—যে তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে সদা তৎপর?

পশ্চিমা পোশাক–শয়তানের এক সভ্য রূপ?

যদি নিরপেক্ষ চোখে তাকাও তবে দেখবে—পশ্চিমা সভ্যতার পোশাক-সংস্কৃতি ক্রমাগত লজ্জা আর সজ্জাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেঙে ফেলছে। কখনো পোশাক ছিল হাঁটুর নিচে; তারপর উঠল হাঁটুর উপরে; এরপর এল প্যান্ট-ফতুয়া; তারপর নেটের জামা, টাইটস, শর্টস, ক্রপ-টপ, স্লীভলেস—আরো কত কী!

আজ "পোশাক পরিহিতা নগ্ন নারী"—হাদীসের সেই সতর্কবানী যেন বাস্তবের মঞ্চে জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দুঃখের বিষয়—এই আগুন শুধু পশ্চিমকেই পোড়াচ্ছে না, এখন মুসলিম সমাজেও সেই আগুন লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী যে দিকে যাচ্ছে—তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? সংস্কৃতি কি শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর, নাকি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের বাস্তব শক্তি? যে "সভ্যতা" নারীর দেহকে বাজারে নামিয়ে দেয়, তার অনুসরণ কি সত্যি আমাদের জন্য উন্নতি?

বোন! তুমি কি সত্যিই এই পথের যাত্রী?

প্রিয় বোনেরা আমার, আমরা ভুল পথে হাঁটছি—এই সত্য স্বীকার করতে সাহস লাগে, কিন্তু স্বীকার না করলে বদল আসবে কীভাবে? পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের জন্য কখনো আদর্শ হতে পারে না। যে সমাজে নারী কেবল চাহিদার পণ্য, বিজ্ঞাপনের উপাদান, বিনোদনের অলঙ্কার—সে সমাজ নারীর আত্মমর্যাদা কতটুকু বুঝে?
ওরা তোমাদের বলেছে "এটাই আধুনিকতা, এভাবেই তুমি স্বাধীন! এভাবেই তুমি শক্তিশালী!"

কিন্তু বোনেরা আমার, স্বাধীনতা মানে কি নিজের দেহকে কোটি চোখের সামনে উন্মুক্ত করা? শক্তি মানে কি পুরুষের প্রশংসার জন্য সাজানো পুতুলে পরিণত হওয়া? মর্যাদা মানে কি নিজের লজ্জাস্থানকে হাসির উপকরণ করে তোলা?
তুমি যদি মিথ্যাকে চিনতে পারো, যদি সত্যকে অনুসরণ করার সাহস তোমার ভেতরে থাকে—তাহলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করো এই মায়াজাল। কারণ পশ্চিমা "আধুনিকতা" আসলে একটি সোনালি ফাঁদ, যার শেষে আছে আত্মিক শূন্যতা।

ফিরে এসো সত্যের পথে—যেখানে আছে শান্তি

বোন! আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মর্যাদার মুকুট পরিয়ে, লজ্জাশীলতার সৌন্দর্যে সজ্জিত করে। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি রেখেছেন নিরাপত্তা ও সম্মান। শালীন পোশাকের ভেতর লুকিয়ে আছে তোমার দেহের নিরাপত্তা, আত্মার প্রশান্তি, ইমানের সৌন্দর্য এবং নারী হিসেবে সম্মান। এসব ত্যাগ করে তুমি কি এমন এক আদর্শের পিছনে হাঁটবে, যারা নিজেরাই আজ পরিবার, নৈতিকতা, মানসিক শান্তি–সবকিছু হারিয়ে দিশেহারা? ফিরে এসো সেই পথে–যার শেষে আছে জান্নাতের প্রশান্তি, রাহমানের ভালোবাসা, এবং জীবনের প্রকৃত মানে। তোমার ওপর বর্ষিত হোক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত। তোমার হৃদয় আলোকিত হোক সত্যের আলোয়। তোমার পদে ফিরে আসুক সঠিক পথের দিশা। হে পথিক! তুমি পথ হারিয়েছ–ফিরে এসো রাহমানের পথে।

একজন নারীর কেমন হওয়া উচিত লজ্জার অলংকার—তার একটি বাস্তব উদাহরণ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)–এর লজ্জাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্তও ইসলামের ইতিহাসে উজ্জ্বলভাবে স্থান পেয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর মুসলিমদের খলিফা আবু বকর (রাঃ) ওমুহ্যমান (রুঃ) ইন্তিকাল করলে

তাকেও সেখানে দাফন করা হয়। এভাবে ঐ ঘরে নবী ﷺ, তাঁর বন্ধু (আবু বকর) ও তাঁর কন্যার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কবর পাশাপাশি হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন:
আমি ভাবতাম, এ ঘরে যেহেতু আমার স্বামী ও আমার পিতা দাফন আছেন, তাই ঘরে প্রবেশের সময় কঠোরভাবে পর্দা করতাম না। কিন্তু যখন উমর (রাঃ)-কে এখানে দাফন করা হলো, তখন লজ্জায় আর কখনও পর্দা ছাড়া ঘরে প্রবেশ করিনি। ভাবতাম—এ তো উমর! তার কবর এখানে—এই লজ্জায় সারাজীবন আমি শরীরের সঙ্গে কাপড় শক্ত করে জড়িয়ে প্রবেশ করতাম!

সুবহানাল্লাহ!
এটাই ছিল মুমিনদের মায়ের লজ্জাশীলতা। আয়েশা (রাঃ) এমনকি মৃত ব্যক্তির সামনেও নিজের পর্দা বজায় রাখতেন! কিন্তু তাঁর সন্তানরা আজ জীবিত মানুষের সামনে নির্লজ্জতার প্রদর্শনী করছে! উমর (রাঃ)-এর মতো তাকওয়াবান ব্যক্তির কবরের সামনে আয়েশা (রাঃ) পর্দা করতেন, আর আজকের নারীরা সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও নিজেদের ঢেকে রাখতে লজ্জাবোধ করে না! এ পতন কত গভীর!

এ প্রশ্ন উঠতেই পারে—
হাশরের দিন আয়েশাদের কাতারে দাঁড়াতে চাও, অথচ আজ তাদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলছ?

লজ্জাশীল নারীর মর্যাদা

লজ্জাশীলতার প্রতিটি অবস্থাই নারীর জন্য সৌন্দর্যের পোশাক। আল্লাহ লজ্জাশীল নারীকে ভালোবাসেন। কুরআনে আল্লাহ সেই নারীর প্রশংসা করেছেন, যিনি অত্যন্ত লাজুক ছিলেন এবং মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন অত্যন্ত সংযত আচরণে।
আল্লাহ বলেন:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء

"দুই নারীর একজন লজ্জাশীল ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এসে বলল: 'আপনি আমাদের জন্য পশুগুলোকে পানি খাইয়েছেন; আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন আপনার পরিশ্রমের প্রতিদান দিতে।" *[সূরা কাসাস: ২৫]*

এখানে ‘ইস্তিহইয়া’ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, সে ছিল অত্যন্ত লাজুক, বিনয়ী ও শিষ্টাচারপূর্ণ।

- হাঁটার ভঙ্গি ছিল মার্জিত—দৃষ্টি নিচু, চলনে সংযম।
- কথাবার্তাও ছিল ভদ্র, সংক্ষিপ্ত এবং অহেতুক নম্রতায় আকর্ষণ তৈরি করার মতো নয়।
- সে নিজের সৌন্দর্য বা ইচ্ছার কিছুই প্রকাশ করেনি।
- হযরত মূসা (আঃ)-কে ডাকার কারণও স্পষ্টভাবে বলেছে— যাতে কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়।

লজ্জা মানুষের আচরণ ও চালচলন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এই নারীর চলাফেরা ও বক্তব্য উভয়ই ছিল শিষ্টাচারে পূর্ণ। এই লজ্জাশীলতার কারণেই আল্লাহ তাঁর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন—যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে থাকবে।

হে বোন, তুমি কি এমন মহীয়সী নারী হতে চাও না? তোমার হৃদয় কি এখনো এমন লজ্জাকে ধারণ করে? নাকি পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রদর্শনী, উন্মুক্ত শরীর ও কু-ধারণাই তোমার রুচি হয়ে গেছে? যে হিজাব, যে পর্দা, যে লজ্জা—আয়েশা (রাঃ) ও কুরআনের নারী ধারণ করতেন, সেটিকে আজ তুমি পিছিয়ে পড়া ভাবছ? যদি কিয়ামতের দিন আয়েশাহ (রাঃ)-এর কাতারে থাকতে চাও, তবে তাঁর পথ অনুসরণ করো। জাহিলিয়াতের ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দলে স্থান গ্রহণ করো। এখনো সময় আছে—ফিরে আসার, নিজেকে ঢেকে নেয়ার, এবং লজ্জাকে নিজের অলংকার বানানোর।

অধ্যায় ১২ - উপসংহার

পর্দাকে নিপীড়নের প্রতীক বলে যে দাবি করা হয়, তা মূলত পশ্চিমা বর্ণনাশক্তি ও মিডিয়া-নির্ভর একপেশে ব্যাখ্যার ফল। বাস্তবে পর্দা কোনো দমন নয়, বরং নারীর স্বাভাবিক মর্যাদা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও পরিচয়ের রক্ষাকবচ। ইসলাম নারীর জন্য যে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে, তা তার সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে, তাকে অন্যের দৃষ্টি ও কামনার পণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করতে, এবং তাকে সম্মানের সাথে সামাজিক ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেয়।

পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা নারীর মুক্তির নামে তাকে শরীরের প্রদর্শনী, সৌন্দর্যবাজার, মিডিয়া-চাপ ও ফ্যাশন-শিল্পের বন্দি করে ফেলেছে—যেখানে নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় তার দেহের মাপ, রং, সৌন্দর্য কিংবা বাহ্যিক আকর্ষণ দ্বারা। অথচ ইসলাম নারীর আত্মা, চরিত্র ও মেধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বলে যে—
নারীর সম্মান তার দেহে নয়, তার ব্যক্তিত্বে।

ইসলাম কখনো নারীর চলাফেরা, শিক্ষা বা কর্মজীবন নিষিদ্ধ করেনি; বরং শালীনতা, নিরাপত্তা ও পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রেখে সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। পর্দা সেই ভারসাম্যেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তার মাঝে একটি স্বাস্থ্যকর সেতুবন্ধন রচনা করে।

বৈশ্বিক বাস্তবতা হলো—আজ মুসলিম নারীরা চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, এমনকি রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রেই সফলভাবে কাজ করছেন, এবং একই সঙ্গে পর্দা পালন করছেন। তাদের কাছে পর্দা হচ্ছে পরিচয়ের প্রতীক, আত্মমর্যাদার ঢাল, এবং আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার উৎস। এটা নিপীড়ন নয়; বরং এক ধরণের শক্তি।

সুতরাং পশ্চিমা প্রচারণা যতই চেষ্টাকরুক পর্দাকে অপমানের পোশাক বানাতে, সত্য হলো—

- পর্দা নারীর উন্নয়নে বাধা নয়—বরং বস্তুকরণ থেকে মুক্তির পথ।
- পর্দা শৃঙ্খল নয়—বরং নারীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সুরক্ষা-ঢাল।
- পর্দা নিপীড়ন নয়—এটি নারীর মর্যাদার মুকুট।

অতএব, পর্দাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার চেয়ে এটিকে একজন নারীর আত্মমর্যাদা, বিশ্বাস ও পরিচয়ের অংশ হিসেবে সম্মান করা সময়ের দাবি। কারণ যে সমাজ নারীকে পর্দার মাধ্যমে রক্ষা করে, সে সমাজই প্রকৃত অর্থে নারীর সম্ভ্রম ও স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত সব অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমি ইতিপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি। আমরা দেখেছি যে, আপাত দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত অপরাধের ফল নারীকেই এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই বারণ করেনি, অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে করে অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না পারে। ইসলাম মনে করে "Prevention is better than the cure" অর্থাৎ, দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর।

ইসলাম নিঃসন্দেহে পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দে তাঁর কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান করেছে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবো যে, পর্দা বা হিজাব পালনকারী একজন নারী অধিকতর নিরুদ্বেগ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকেন। এটা এই কারণে যে, আত্ম-মর্যাদাশীল নারী হওয়ার জন্য ইসলাম দৈহিক অবয়বের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে।

একজন মুসলিম নারী তাঁর প্রতিভা ও মননশীলতার বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এজন্য তাঁকে কোনোরূপ শারীরিক সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, বাজারের পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতে হয় না। একই সাথে একজন নারী সঠিকরূপে হিজাব বা পর্দা-পালনের মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বও পালন করে থাকেন। কেননা, ইসলাম কেবল ব্যক্তির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করে না, বরং সমাজের কল্যাণের জন্যও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। আর এক্ষেত্রে পর্দাপ্রথা সমাজের নৈতিক পরিস্থিতিকে সুরক্ষা করে থাকে। একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব কেবল স্ত্রী, মাতা বা কন্যা হিসেবেই নয়, বরং সমাজে নৈতিকতার মানদণ্ড রক্ষায়ও পুরুষের পাশাপাশি তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। আর এইভাবে একজন পর্দানশীন মুসলিম নারী নিজের ও সমাজের কল্যাণ-সাধনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে থাকেন।

নারীদের কাছে ইসলাম এটাই প্রত্যাশা করে যে, তাঁরা শালীন ও সম্ভ্রমশীল পোশাক পরিধান করবে। তাঁদেরকে এই উপদেশও দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন এমনভাবে চলা-ফেরা না করে, যার দরুন অবাঞ্ছিত লোকেরা তাঁদের উপর কুদৃষ্টি দিতে পারে। কসমেটিকস্ লাগাতে বা অলঙ্কারাদি পড়তে বারণ করা হয়নি; বরং যা করতে বলা হয়েছে, তা হলো, সেগুলোর দ্বারা যেন গায়ের মাহরেম বা পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়।

সূত্র ও তথ্যসূত্র (References):

১. পর্দা কি ও কেন
২. হিজাব বা পর্দা
৩. হিজাব আমার পরিচয়
৪. মাসিক আলকাওসার (https://www.alkawsar.com/bn/article/442/)
৫. আহ্মদীয়া বাংলা (http://ahmadiyyabangla.org/parda-narir-morzadar-protik/)
৬. তাফসিরে জাকারিয়া
৭. তাফসীরে তাকী উসমানী
৮. Delacroix, Eugène. Women of Algiers in their Apartment. Oil on Canvas, 1834.
৯. French Colonial Archives (ANOM, Aix-en-Provence): Administrative Bulletins
on Unveiling Campaigns (1957–1959).
১০. Rain Drops Media (Youtube Chanel)
১১. Taw Haa Tv (Youtube Chanel)